CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 November, 2023 ■ আগরতলা ২০ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফের স্বপ্নভঙ্গ ভারতের, অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ব জয়

আমেদাবাস, ১৯ নভেম্বর।। অস্ট্রেলিয়া চাপ হীন খেলেছে। টানা জয়ের মধ্যে থাকা ভারতীয় দলের সামনে সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিল। প্রথমে ভুলে গিয়েছিল লীগ পর্যায়ে পরাজয়ের কথাটা। সাবলীল খেলেছে। ষষ্ঠ বারের মতো জিতে নিয়েছে ট্রফি। এদিকে ১৪০ কোটি ভারতবাসীর যে প্রত্যাশার চাপ কাঁধের উপর ছিল তা পূরণ করতে পারলেন না রোহিত শর্মারা। টানা ১০ ম্যাচ জিতে ঠিক ফাইনালে গিয়ে হেরে গেল ভারতীয় দল। অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মা ম্যাচে পরাজয়ের পর কোন অজুহাত দাঁড় করাতে রাজি হচ্ছেন না। তবে এটা স্বীকার করেছেন যে 'আমরা আজ ভালো খেলতে পারিনি, কিন্তু প্রথম ম্যাচ থেকে যেভাবে খেলেছি তার জন্য গর্ববোধ করাটাই স্বাভাবিক। আজ যা চেয়েছিলাম তা হয়তো হয়নি।' ট্রফি হাতছাড়া হয়েছে। এবারের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়া গেল না। কিন্তু এক বাক্যে সবাই জানতে পেরেছে এই বিশ্বকাপের সেরা দল কোনটি। কোন দলকে দেখে প্রতিপক্ষরা কেঁপে উঠতো। সর্বাধিক রানের রেকর্ড, সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ড, সর্বাধিক উইকেটের রেকর্ড, এমনকি সেরা বোলিং পারফরম্যান্সের রেকর্ড, সবই তো ভারতের দখলে। তবে ঘরের মাঠ থেকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফিটা হাতছাড়া হয়েছে বলে দুঃখ লাগারই কথা। ফাইনাল সহ ১১ টি

বিশ্বকাপ হাতে নিয়ে উল্লাস অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের। ছবি- আইসিসি।

ম্যাচের মধ্যে দশটিতে জয়। আরও কি এবারের বিশ্বকাপে টুর্নামেন্টের সেরা হলেন বিরাট কোহলি। গোটা প্রতিযোগিতায় ৭৬৫ রান করার জন্য এই পুরস্কার পেলেন তিনি। বলাবাহুল্য, সোশ্যাল মিডিয়ায় তার তুলনা চলছে ২০০৩ সালের শচীন তেন্ডুলকরের সঙ্গে। প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ রান করে সেরার পুরস্কার ছিনিয়ে নিলেও ভারতকে বিশ্বকাপ দিতে পারেন নি ক্রিকেটের ঈশ্বর। এবারও তাই হলো কিং কোহলির ভাগ্যের সঙ্গে। ভারতকে হারিয়ে ষষ্ঠবারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ক্যাঙ্গারু দল আবারও প্রমাণ করল কেন তাদের চ্যাম্পিয়ন দল বলা হয়। নক আউট ম্যাচে তাদের পারফরম্যান্স সব সময় অন্য দলের চেয়ে ভালো। অস্ট্রেলিয়া প্রথমবার শিরোপা জিতেছিল ১৯৮৭ সালে। তারপর ১৯৯৯ ২০০৩, ২০০৭ ও ২০১৫ এবং এবার ২০২৩ সালে। একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায় আমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মার ঘরের মাঠে এসে মেন ইন ব্লু-দের ছয় উইকেটে হারালেন ট্রেবিস হেডরা। মাত্র সাত ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়েও ভারতীয় বোলারদের বিষ দাঁত ভেঙে মারনেস লাবু সেনের অপরাজিত ৫৮ রানের ইনিংস স্তব্ধ করে দর্শকদের। তাদের অনবদ্য জুটি ষষ্ঠ বার বিশ্বজয়ী করে অস্ট্রেলিয়াকে।

উৎসবের মেজাজে রাজ্যে ছটপূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবিবার উদযাপিত হলো *ছট পূজা। পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি ও মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনায় ও ছোটদের মঙ্গল কামনা করে এই পূজার আয়োজন।

অস্তগামী সূর্য উপাসনা ও অর্ঘ্য প্রদান এই পূজার বিশেষ দিক। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছট পূজাতে ঘিরে ভিন রাজ্যের মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

দেশের অন্য রাজ্যের সঙ্গে আজ রাজ্যেও ছট পূজার আয়োজন করা হয়।

এদিন বিকালে রাজধানীর রাণীর পুকুরপাড়ে ছট পূজা হয়।উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব জে কে সিনহা, পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডা. বিশাল কুমার সহ অন্যরা।

জেলা শাসক শ্রী কুমার জানান, সমাজ ও পরিবারের মঙ্গল কামনা করার জন্য ছট পূজার আয়োজন করা হয়। ছট পূজা উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। উল্লেখ্য, দেশের বড় উৎসবের মধ্যে অন্যতম ছট পুজো। গোটা দেশে ৪ দিন ধরে পালন করা হয় ছট পুজো। ছট পূজার প্রধান কেন্দ্রে আছেন সূর্য দেবতা ও ছট মাতা। বলা যায় সূর্য বন্দনার আর এক উৎসবের নাম ছট পুজো। পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি এবং তাদের সন্তানদের কল্যাণের জন্য প্রায় ৩দিন উপবাস করেন মহিলারা। এই পুজো সূর্য ষষ্ঠী নামেও পরিচিত।

মোবাইল না পেয়ে আত্মহত্যা স্কুল পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৯ নভেম্বর।। মোবাইল না পেয়ে অভিমান করে আত্মহত্যা করার পথ বেছে নিল দশম শ্রেণীর ছাত্রী শামীমা বেগম। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, কদমতলা আর ডি ব্লকের অধীন কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাজউদ্দিন। তিনি পেশায় দিনমজুর। সারাদিনের কাজ শেষ করে তাজউদ্দিন বাড়িতে গেলে তার কন্যা শামীমা বেগম, তার বাবার কাছে মোবাইল ফোন চায়। কিন্তু বাবা তৎক্ষণাৎ মোবাইল না দেওয়ায় শামীমা রাগ করে গিয়ে ঘরের মধ্যে থাকা তাদের জমির জন্য আনা এলড্রিন খেয়ে নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সে জ্ঞান হারিয়ে ছটফট করতে থাকে। ঘটনা পরিলক্ষিত হয় হতবাক হয়ে যায় তার পরিবারের সদস্যরা। তাকে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে শুরু হয় তার চিকিৎসা পরিষেবা। বর্তমানে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে শামিমা বেগম।

বিদ্যুতের ছোঁবলে আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ নভেম্বর।। তেলিয়ামুড়া কড়ইলং শিশুবিহার এলাকায় বিদ্যুতের লাইন সারাই করতে গিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হয়েছেন এক শ্রমিক। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, চাকমাঘাট বৈরাগীডেপা এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ দেববর্মা তেলিয়ামুড়ার ঠিকেদার শুভম সরকারের সঙ্গে বৈদ্যুতিক লাইন সারাইয়ের কাজ করতে গেছিলেন। অন্যান্য দিনের মতো রবিবারও প্রদীপ দেববর্মা নামের ওই শ্রমিক বৈদ্যুতিক লাইন সারাইয়ের কাজে আসে কড়ইলং শিশুবিহার এলাকায়। তখন কাজ করতে গিয়ে আচমকাই প্রদীপ দেববর্মা বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে আসে। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে অন্যান্য শ্রমিকেরা তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার চিকিৎসা শুরু করে।

প্রদীপের মাথায় এবং কানে গুরুতর আঘাত লেগেছে। তবে সুরক্ষা সামগ্রী না থাকার কারণে এই দুর্ঘটনা বলে স্থানীয়দের দাবি। আঙ্গুল তোলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিধিলি'র তান্ডব কাটিয়ে রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক, জানাল দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। ঘূর্ণিঝড় মিধিলি তাণ্ডবের কারণে গত ১৭ নভেম্বর রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপর গাছের ডাল পড়ে বেশ কিছু জায়গায় তার ছেড়ে যায়। ৬৬ কেভি লাইন, ৩৩ কেভি , ১১ কেভি এবং এলটি লাইন সব ক্ষেত্রেই তার ছিঁড়ে পড়ার কারণে মুহূর্তের মধ্যেই গোটা রাজ্যে অন্ধকার নেমে আসে। এমনটাই দপ্তর সুত্রে জানানো হয়েছে।

ঝড়ের কারণে বহু জায়গাতেই বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটি হেলে গেছে। বেশ কিছু জায়গায় খুঁটি ভেঙ্গে যায় এবং ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭ তারিখ রাতে প্রবল ঝড় বাদলের কারণে বিদ্যুৎ নিগম এবং দপ্তরের ত্রুটি সারাইকারি দল সমস্ত জায়গায় পৌঁছে গিয়ে কাজ শুরু করতে পারেনি বলে জানিয়েছে দপ্তর। তবে বেশ কিছু জায়গায় ত্রুটি সারাই করে রাতের মধ্যেই বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল করা গিয়েছে বলে দাবি করেছে বিদ্যুৎ দপ্তর। কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতেই রাতের বেলায় বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল করা যায়নি। পরদিন অর্থাৎ ১৮ নভেম্বর সকাল থেকেই বিদ্যুৎ দপ্তরের ত্রুটি সারাইকারি দল , এই কাজে নিয়োজিত বেসরকারি এজেন্সির পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে দিনভিত্তিক শ্রমিক, গাড়ি সহ আনুষাঙ্গিক সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ত্রুটি সারাইয়ের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে ১৮ তারিখ বিকালের মধ্যেই রাজ্যের প্রায় ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল করে দেওয়া যায়।

নিরন্তর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বেশ কিছু জায়গায় পরিষেবা চালু করা যায়নি।অনেক জায়গায় লো ভোল্টেজ হয়ে যায়। এতে গ্রাহক পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। দপ্তরের ত্রুটি সারাইকারি দল ১৮ তারিখ রাতে এবং আজ অর্থাৎ রবিবার ভোর থেকে কাজ শুরু করে সকালের মধ্যেই গোটা রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল করতে সম্ভব হয়েছে।

দপ্তরের জরুরী পরিষেবার হেল্পলাইন ১৯১২ নম্বরে ১৭ তারিখ সকাল ৯ টা থেকে ১৯ তারিখ বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত মোট ৩০৮৬ টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২৯৩৩টি অভিযোগের সমাধান হয়ে গিয়েছে বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে প্রবেশের পথে ১ কোটির নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৯ নভেম্বর।। ফের বিপুল পরিমান নেশা জাতীয় কফ সিরাফ ফেন্সিডিল ধরা পড়ল বাজারিছড়ার চুরাইবাড়িতে। জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ রবিবার কাকভোরে চুরাইবাড়ি ওয়াচপোষ্ট পুলিশের অভিযানে এ সাফল্য আসে।

এদিন গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরায় যাবার পথে আরজে০৪জিবি৩৬১৫ নম্বরের একটি চৌদ্দ চাকার আলু বোঝাই লরি চুরাইবাড়ি গেইটে আসলে গাড়িটিতে দলবল নিয়ে তল্লাশি চালান গেইট ইনচার্জ প্রণব মিলি। এতে সারি সারি আলুর বস্তার নিচে বিশেষ চেম্বার থেকে বিভিন্ন কার্টুনে বারো হাজার পাঁচশ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার হয়েছে। যার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্দিরা গান্ধীর ১০৬তম জন্ম দিনটিকে সংহতি দিবস হিসাবে পালন করল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / কৈলাসহর/ কল্যাণপুর, ১৯ নভেম্বর।। আজ গোটাদেশের সাথে রাজ্যেও প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশের প্রথম মহিলা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর ১০৬তম জন্মতিথি পালিত হয়েছে। রাজ্যের প্রধান কার্যালয় সহ সর্বত্র জেলা ব্লক সহ সবকটি দলীয় কার্যালয়গুলিতেই জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে।

রাজ্য প্রধান কার্যালয়ে এ আইসিসির'র সম্পাদিকা জারিতা লাইটফলাং ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির স্থায়ী অন্যতম সদস্য বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন বিধায়ক রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, যুব কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করেন নীলকমল সাহা, এমএসইউআই এর পতাকা উত্তোলন করেন স্বরূপ শীল, সেবা দলের পতাকা উত্তোলন করেন নিত্য গোপাল রুদ্রপাল, মহিলা কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীমতি সর্বানী ঘোষ চক্রবর্তী।

এছাড়া প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ শ্রীমতি জারিতা লাইথফলাং, সুদীপ রায় বর্মন, গোপাল চন্দ্র রায়, রাজ্য কংগ্রেসের মুখপাত্র শ্রী প্রবীর চক্রবর্তী, রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সেন চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবিন্দ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৪৪ ▫ ২০ নভেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ৩ অগ্রহায়ণ ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অপরিশ্রুত পানীয় বাড়াইতেছে প্রাণের ঝুঁকি

জলের অপর নাম জীবন। কিন্তু জল মানেই পান যোগ্য নয়। অপরিশ্রুত জল পান করিলে বিপদ জীবনটাকে গ্রাস করিতে পারে। সেই কারণেই পরিশ্রুত পানীয় জল পান করা জরুরী।বিশুদ্ধ জলের অভাবেই বহু মানুষ পেটের রোগে ভোগেন। সেই সঙ্গে রহিয়াছে জলবাহিত অন্যান্য রোগের সমস্যা। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিয়াছে পানীয় জলের ব্যবসা। জারের জল খাওয়া বহু মানুষের ফ্যাশন। পরিষ্কার জল হিসাবে এগুলি সন্দেহের ঊর্ধে নয়।পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব পূরণে সরকার মন দিলে মানুষ উপকৃত হইবেন। প্রত্যেক মানুষের কাছে যাহাতে পরিষ্কার ও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাইতে পারে, সেটা সরকারকেই নিশ্চিত করিতে হইবে। কারণ, মানুষের সুস্থ ও ভাল থাকিবার জন্য সেটা জরুরি। ত্রিপুরা একটি পাহাড় ঘেরা পার্বত্য রাজ্য। শুখা মরশুমে এই রাজ্যে পানীয় জলের সংকট প্রতি বছরের চরম আকার ধারণ করে। শুধু পাহাড়ি এলাকাতেই নয় সমতল এবং শহর এলাকাতেও পানীয় জলের সংকট রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুত পানীয় জল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও সেইগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। পাহাড় বেষ্টিত রাজ্যকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়া থাকে। সেই টাকার সঠিক বাস্তবায়ন হইলে সমস্যা এতটা জটিল আকার ধারণ করিত না। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য জাহাজের উপর দায়িত্ব অর্পিত রয়ে আছে তাহাদের দুর্নীতি এবং কর্তব্য জ্ঞান হীনতার কারণেই ত্রিপুরার পানীয় জলের সমস্যা এখনো বহাল রহিয়াছে। পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের উৎস সন্ধানের জন্য প্রতিবছর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলেও তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সঠিক পদক্ষেপ নাই। পানীয় জলের উৎস গুলি বিকল হইয়া পড়িবে সঠিক সময়ে সেগুলোকে মেরামতি করিবার কিংবা তদারকি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। পাহাড়ি অঞ্চলের যেসব স্থানে এখনো পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা যায় নাই ওইসব এলাকার মানুষ ছড়া নালা ইত্যাদির অপরিশ্রুত জল পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতে বাধ্য হইতেছেন। আর ওই সব অপ পরিশ্রুত পানীয় জল পান করিয়া বিশেষ করিয়া গিরিবাসীরা নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এদিকে শহর ও সমতল এলাকার অনেকেই বর্তমানে যার বা বোতলজাত পানীয় ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এটি রীতিমতো ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের ছাতার মত জল উৎপাদনকারী বিভিন্ন কোম্পানি গড়িয়া উঠিয়াছে। খোঁজখবর নিলে দেখা যায় কিছু কিছু জল উৎপাদনকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন নাই। তাহারা বেআইনিভাবে নিয়ম নীতি না মানিয়া জল বোতলজাত এবং জারজাতকরিয়া বাজারজাত করিতেছে। এইসব জলের গুণগত মান কতটা সঠিক তাহা যথাসময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার তেমন কোনো তৎপরতা প্রশাসনের তরফ হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে না। কালে ভদ্রে দপ্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার জন্য বিভিন্ন জল উৎপাদনকারী সংস্থায় হানা দেওয়া হইতেছে। এই ধরনের নামকা ওয়াস্তে হানাদারি বাস্তব সমস্যা সমাধানে কোনদিনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া ওঠা অবৈধ জল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় সমতল এবং পাহাড়ে অপ্রতিশ্রুত পানীয় জলে জলবাহিত রোগের পরিমাণ আরো বাড়িয়া যাইবে। আর এজন্য প্রশাসনকেই দায়ী থাকিতে হইবে।

ছট উৎসবে উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন

রাঁচি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন রবিবার ছট উৎসবে সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী রবিবার এক্স-এ পোস্ট করে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, 'লোকবিশ্বাস ও সূর্য পুজোর মহা উৎসব ছট উপলক্ষে অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করা হবে। এই শুভ উৎসব উপলক্ষে সকলের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। ভগবান ভাস্কর ও ছাঠি মাইয়া সবাইকে সুস্থ জীবন, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রদান করুক এই কামনা করি। জয় ছাঠি মাইয়া'।

হিলিতে ধানক্ষেত থেকে সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য ত্রিমোহিনী হাসপাতাল পাড়া এলাকায়

হিলি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলিতে ধানক্ষেত থেকে সদ্যোজাত শিশুর দেহ উদ্ধার হল। রবিবার সকালে হিলি থানার ত্রিমোহিনী হাসপাতাল পাড়া এলাকার ধানক্ষেত থেকে সদ্যোজাত শিশুর উদ্ধার হয়। এদিন সকালে ধানক্ষেতে ওই শিশুর দেহ নজরে আসে স্থানীয়দের। সাতসকালে এই খবর চাউর হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় হিলি থানার পুলিশ। শিশুর দেহটি শেয়ালে খুবলে খেয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে শিশুর মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হিলি থানার পুলিশ।

ইউরো বাছাইয়ে ১৪ গোলের রেকর্ড জয় ফ্রান্সের

প্যারিস, ১৯ নভেম্বর(হি.স.): জিব্রাল্টার, যা ব্রিটেনের অধীনস্থ। তাদের আবার একটা জাতীয় ফুটবল দলও আছে। সেই দলই গত রাতে ফ্রান্সের বিপক্ষে গড়েছে বিব্রতকর রেকর্ড। ফ্রান্সের কাছে ১৪ গোল খেয়েছে জিব্রাল্টার!

এর আগে ইউরোপের কোনো দলের সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড ছিল জার্মানির। তারা জিতেছিল ১৩—০ ব্যবধানে, ২০০৬ সালে সান মারিনোর বিপক্ষে। আর ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় জয়টি ছিল ১০-০ ব্যবধানে, ১৯৯৫ সালে আজারবাইজানের বিপক্ষে।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ১৯৮ নম্বরে থাকা দলটির বিপক্ষে গোলবন্যার ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পে। হ্যাটট্রিক করার পথে ক্যারিয়ারে ৩০০ গোলের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন এমবাপ্পে। আর ৪৬ গোল নিয়ে তিনি এখন ফ্রান্সের তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। তাঁর ওপরে আছেন শুধু থিয়েরি আঁরি (৫১) ও সতীর্থ অলিভিয়ের জিরু (৫৬)।

আজও অনন্য অতুলনীয় খাঁটি বাঙালি কমলকুমার মজুমদার

স্বপনকুমার মণ্ডল

স্রষ্টা তার অভিনবত্বে যেন স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে, তেমনই তার আভিজাত্যের বনেদিয়ানা নিঃসঙ্গতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে। সেক্ষেত্রে অভিনবত্বের স্বতন্ত্রতা যেমন ল শুষ্টার পরিচয়কে সমুন্নত করে তোলে, তেমনই নং তার সেই আমন্ত্রণের আতিথ্য আপনাতেই দি সগৌরবে অসাধারণের বার্তা বহন করে চলে। স্বাভাবিকভাবেই মহৎ স্রষ্টার এই নিঃসঙ্গতাবোধ জ্বর বা রিক্ততার সোপান তার মানসিক উৎকর্ষেরই নক পরিচয়বাহী। সেখানে স্রষ্টার সৃজনভূমির জর উৎকর্ষে তার নিঃসঙ্গ প্রকৃতির সজীবতা নিরূপিত হয়ে থাকে। সেই নিঃসঙ্গতাবোধে উর শ্রষ্টার স্বরচিত বৃত্তের পরিসর ক্রমশ এর অসাধারণত্বের সোপানে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর এতে অবশ্য স্রষ্টার নিঃসঙ্গতার মানসিক দারিদ্র তার সৃজনবিশ্বের মাধ্যমেই শুধু প্রতিফলিত হয় না, ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্রে। আভিজাত্য বয়ে আনে। সেক্ষেত্রে সব প্রতিভাধর শিল্পী-সাহিত্যিকই মনেপ্রাণে কমবেশি নিঃসঙ্গ পথিক। যে-মনধন তার মূলধন, সেই ধনের প্রচুর্য ও আভিজাত্য যেমন তাকে অষ্টার আসনে মহাধিরাজ করে তোলে, তেমনই আবার নিঃসঙ্গ সম্রাটের আসনে বসিয়ে দেয়। শিল্পী-সাহিত্যিকের এর জনসমাদরে জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতি অত্যন্ত যে স্বাভাবিক এবং স্বভাবসঙ্গত। অন্যদিকে স্রষ্টা যখন তার সৃষ্টির অভিনবত্বের আভিজাত্যে স স্বীয় প্রতিভা ও স্বরচিত ব্যক্তিত্বকে সহচর করে নিঃসঙ্গতাকে আমন্ত্রণ করে, তখন তা শুধু এর স্বাভাবিকতাকেই বিদায় জানায় না, সেইসঙ্গে য়ে বিস্ময়েরও উদ্রেক করে। যেখানে জনারণ্যে একাকিত্বের উৎকর্ষের হাতছানিও মহার্ঘ মনে হয়, সেখানে জনবিচ্ছিন্নতায় মহীয়ান হয়ে এর ওঠাটা আর যাইহোক সাধারণ্যে অসাধারণের নর বার্তা বহন করে না, বরং তার অস্বাভাবিক না প্রকৃতির সজীবতাই প্রশ্নের অভিমুখকে সক্রিয় করে তোলে। এভাবে সনিষ্ঠ স্বরচিত পথের অগ্রদূত হয়ে রিক্ততাবোধের সদিচ্ছায় আপন কথা যাপন করার সোপানশীর্ষের উত্তরণে সামিল হওয়াটা আপাতভাবে আত্মঘাতীই মনে হবে। অথচ সেই পথেই বাংলা সাহিত্যে যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তিনি বিরল প্রতিভার অধিকারী কমলকুমার মজুমদার (১৭.১১.১৯১৪-০৯.০২.১৯৭৯)। শুধু তাই নয়, বাংলায় একইসঙ্গে শিল্পী ও সাহিত্যিকের যুগলমিলানের প্রতিকৃতিতে সমীহ ও বিস্ময় আদায় করে নিয়েছেন এরূপ পরিচয়েও কমলকুমারের জুড়িমেলা ভার। সেদিক থেকে বাঙালির সব্যসাচী প্রকৃতিটি তাঁর বিচিত্র প্রকৃতিতে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, কমলকুমার একক ব্যক্তিত্বের আধারে যেভাবে শত পুষ্প বিকশিত হওয়ার পরিসরকে স্বত্তীয় প্রতিভায় মেলে ধরেছেন, তাও সবিশেষ লক্ষণীয়। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে তিনি যেভাবে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে কথাসাহিত্যে তাঁর আত্মপরিচয়কে বিস্ময়াবহ করে তুলেছেন, তা শুধু ব্যতিক্রমী প্রয়াসেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে না, প্রবহমান সাহিত্যের ধারায় নবদিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। অবশ্য সেই দ্বারে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁর - বহুমুখী ব্যক্তিত্বের পরিচয় আবশ্যক হয়ে ওঠে।

কমলকুমার পরিচয়ের পরিসরে বিস্তৃত না হলেও স্বকীয় প্রতিভার বিস্তারে সক্রিয় হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, শিল্প-সাহিত্যে তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সমান্তরে যেমন আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমনই আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেঘে ঢাকা তারা হয়ে রয়েছে। অথচ তারপরেও তাঁর স্বকীয় বিশেষত্বে সেগুলির অবদান ইতিহাসে ঠাঁই নিয়েছে, কোনোটাই 'আমাকে ব্যবহার করো'র গহবরে প্রবেশ করেনি। ব্যক্তিগত জীবনে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে তিনি শিল্পকলার শিক্ষকতায় (ঋতুপর্ণ ঘোষের কথায় (ক্র্যাফট স্যারক্ষ্ম) দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। আবার ১৯৫১ ও ১৯৬১-তে আদমসুমারির কাজেও যুক্ত হয়েছিলেন। অন্যদিকে তাঁর ভাষাচর্চার বনেদিয়ানা সবিশেষ। যিনি বিশ শতকের মধ্য গগনে থেকে শতকীয় বাংলা ভাষায় কথোপকথনে ছিলেন, সেই তিনিই আবার অভিজাত ভাষাকে আত্মস্থ করেছিলেন। ছাত্রজীবনে কমলকুমার মাদাম দে সরকারের কাছে ফাসি যেতেন। সেই ফরাসি ভাষায় তাঁর অধিকার ও আধিপত্য তাঁর ঘনিষ্ঠজনে প্রবাদে হয়েছে। কমলকুমারের বহু ভাষাবিদ সত্তা তাঁর সাহিত্যচর্চাকেও প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে তাঁর ভাষাগত আত্মসচেতন পরিসর তোলার সহায়ক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে কমলকুমারের সহজাত শিল্পীপ্রতিভা ছিল। সেদিক থেকে তিনি বেড়েই উঠেছিলেন এক শৈল্পিক পরিমণ্ডলে। তাঁর অনুজ নীরদবরণ মজুমদার এবং অনুজা শানু লাহিড়ী স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী। কমলকুমার শুধু চিত্রশিল্পী ছিলেন না, শিল্প-সমালোচক হিসাবেও উঁচুদরের ছিলেন, তা তাঁর "দেশ" পত্রিকায় চিত্র সমালোচনার দায়িত্ব লাভেই প্রতীয়মান। শুধু তাই নয়, "দেশ"-এর প্রচ্ছদও এঁকেছেন তিনি। ১৯৫৮-এর ৫ জুলাই প্রকাশিত টিয়া পাখির নকশা সংবলিত প্রচ্ছদটি স্মরণীয় সংযোজন। অন্যদিকে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে সেই শিল্পীসভার পরিচয় প্রকট। চলচ্চিত্রে তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। সত্যজিৎ সখ্যতা থেকে ফরাসি চিত্রপরিচালক জাঁ রেনোয়ারের সংস্পর্শে আসা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। "পথের পাঁচালী" নির্মাণের পরিসরেই সত্যজিতের সঙ্গে কমলকুমারের সংযোগ নিবিড় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে লোকশিল্পের প্রতিও ছিল তাঁর তীব্র অনুরাগ। আসলে গ্রামবাংলার লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর শৈল্পিক দৃষ্টির শ্রদ্ধাবোধ আপনাতেই নিবিড় হয়ে উঠেছিল। যখন তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন, তখন গ্রামবাংলার শিল্পের তথ্যচিত্রের প্রতি তাঁর সানুরাগ প্রয়াস হয়ে উঠেছে। বাংলার টেরাকোটা থেকে বাংলার সাধক সবই তাঁর তথ্যচিত্রে উঠে এসেছে। অন্যদিকে শানু লাহিড়ী তাঁর "আমার সবাই জানে গো" ("সংবাদ প্রতিদিন"-এর রোববার ২৩ আগস্ট ২০০৯) স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন "দাদা লোকশিল্পের সংগ্রহ করেছিল অনেক। আড়াইশো-তিনশো কাঁচামাটি পোড়ামাটির পুতুল, জন্তু জানোয়ার পাখি জোগাড় করে। হয়তো সেই সময় অ্যান্টিকের ব্যবসা করার ইচ্ছেও হতে পারে।" সেই ইচ্ছেও কমলকুমারের স্বভাবের অঙ্গ। শিল্পীসুলভ খেয়ালি মনের চলন তাঁর স্বভাবজ। এজন্য তাঁর সদিচ্ছায় দৃষ্টির ক্ষেত্রান্তর ঘটলেও কোনোটাতেই কখনও বাঁধা পড়েননি। সেদিক থেকে কোনো শিল্পমাধ্যমেই তিনি স্থির হতে পারেননি। শুধু নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ববোধে মহৎ শিল্পীসুলভ নির্মোহ প্রকৃতিও সজীবতা লাভ করেছে। লাহিড়ী তাঁর উক্ত স্মৃতিকথাতেই জানিয়েছেন "দাদা প্রায়ই ছোট ছোট সিকোয়েন্স-এর ছবি এঁকে যেত। সেকথা সত্যজিৎবাবুও লিখেছেন, তবে ওর দেখার সুযোগ হয়নি। প্রচুর ছবি করেছিল, কিন্তু আমি আগে ছাপিয়েছি, আর বেশ কিছু দাদা নিজেই ফেলে দিয়েছে। নিজের লেখা দাদা কত যে পুড়িয়ে ফেলেছে। বাবাকে একবার বলে গেল, কালো ট্রাঙ্কে আমার যা কিছু বই আছে, লেখা ও ছাপা, সব পুড়িয়ে ফেলবেন তো। বাবাও তা-ই করলেন। আসলে কমলকুমার প্রথাগত উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত হওয়ার অবকাশে স্বাচ্ছন্দে নিজেকে যেমন শিল্প-সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন, তেমনই তাতে তাঁর স্বকীয় মনন ও মনীষার প্রতিফলনে একই ব্যক্তিত্ব মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্বের পরিচয়কে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। নে বিশেষ করে তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিপরীত সি মেরুর স্বতন্ত্র প্রকৃতির অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা 'র যায়। সেদিক থেকে তাঁর মানসিক গড়নই ভিন্ন দে গোত্রের। একই সঙ্গে অন্তেবাসী সমাজের ধেনো পানের সঙ্গে সমাজের সম্ভ্রান্ত বিদগ্ধজনের ছ। ফরাসি সাহিত্য আস্বাদন তাঁর পক্ষেই সম্ভব জ্বর হয়েছে। খালাসিটোলায় 'বাংলা'য় ভিজে সস্তা ক চটের থলিতে সঁতেন, পাসকাল থেকে মার্শেল প্রস্তু, জেরার্দ দ্য নের্ভালে মজে যাওয়াটা তাঁর ক্ষেত্রে যতই সহজ হোক না কেন, অন্যের কাছে শে অকল্পনীয়। যে-মুখে বাংলা খিস্তির তুবড়ি না ছোটে, সেই মুখেই আবার ফরাসি বাগবিভূতি প্রদর্শন তাঁকেই মানায়। সেক্ষেত্রে তা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অপূর্ব সমন্বয়ী বিরল ও বৈপরীত্যের ব্যক্তিত্ব সন্দেহের বাতাবরণে হতে পারেনি। দিলীপকুমার গুপ্তের উদ্যোগে ার সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক জ্বর পত্রিকা "চলচ্চিত্র" (১৯৫০)-এর অন্যতম জয় সম্পাদক ও লেখক ছিলেন কমলকুমার। গ্রহ সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ও সুভাষ সেনের মতো বিদগ্ধ সম্পাদকমণ্ডলীতে তিনিও সামিল হয়েছিলেন। এর অবশ্য প্রথম সংখ্যায় ছিল তার শেষ সংখ্যা। -ও আবার তিনিই ডিটেকটিভ "সাপ্তাহিক" "তদন্ত" বছরখানেক (১৯৫২) সম্পাদনা করে এর সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অন্যদিকে এই কমলকুমার শ্রী আনন্দময় ঘোষের সঙ্গে যুগ্ম না সম্পাদনায় অঙ্কবিষয়ক পত্রিকা অঙ্কভাবনা শুধু (১৯৬৫) বের করেছিলেন। অবশ্য দুটি সংখ্যাতেই তার ইতি ঘটে। এছাড়া সাহিত্যের ২। পত্রিকার প্রতিও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। শুধুই তাই নয়, প্রথমে তিনি সাহিত্য পত্রিকা "উষ্ণীষন্ধ" সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং সাহিত্যের বা জগতে সক্রিয় হন। সে "উষ্ণীষ" ও উষ্ণ না এর হতেই শীতল হয়ে পড়ে। অথচ স্বল্পকালীন মি পরিসরে বিচিত্র অথচ অভিনব পত্রিকাগুলির দুই সম্পাদক হিসাবে কমলকুমারের বহুমুখী যে ব্যক্তিত্বের বনেদি আভিজাত্য বিতর্কের ছায়ায় ল. সংগোপনে থেকে গেছে। অন্যদিকে সাহিত্যের ও বিচিত্র ক্ষেত্রেও তাঁর অভিনব প্রয়াস

কমলকুমারের বহু ভাষাবিদ সত্তা তাঁর সাহিত্যচর্চাকেও প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে তাঁর ভাষাগত আত্মসচেতন পরিসর তোলার সহায়ক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে কমলকুমারের সহজাত শিল্পীপ্রতিভা ছিল। সেদিক থেকে তিনি বেড়েই উঠেছিলেন এক শৈল্পিক পরিমণ্ডলে। তাঁর অনুজ নীরদবরণ মজুমদার এবং অনুজা শানু লাহিড়ী স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী। কমলকুমার শুধু চিত্রশিল্পী ছিলেন না, শিল্প-সমালোচক হিসাবেও উঁচুদরের ছিলেন, তা তাঁর "দেশ" পত্রিকায় চিত্র সমালোচনার দায়িত্ব লাভেই প্রতীয়মান।

বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, কমলকুমারের আত্মিক পরিচয়ে তাঁর সবিতর্ক পরিচিতিই তাঁকে সজীবতা প্রদান করেছে। অন্যদিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যখ্যাতির সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে বিতর্ক। অথচ সেই বিতর্ক থেকে মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে তাতে আরও যুক্ত থাকার ব্রতীতে সামিল হয়ে কমলকুমারের আত্মিক বিকাশের পথ বিতর্কের পরিসরে নিবিড়তা লাভ করে। স্বাভাবিকভাবেই এতে তাঁর সাহিত্যের সমাদরে মূল্যায়নের অভাবই শুধু স্বভাবে পরিণত হয়নি, সেইসঙ্গে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয়ও অপরিচয়ে সামিল হয়েছে। শুধু তাই এর নয়, সাহিত্যচর্চার পুর্বেই যে-নাট্যচর্চায় তিনি ৭। ক্রমশ বিকশিত হয়েছিলেন, সেই নাট্যব্যক্তিত্বকে আজীবন বয়ে চললেও তাঁর এর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় বিতর্কের পরিসরে স আত্মগোপন করেছে। সেক্ষেত্রে তাঁর ভিন্নধর্মী উদ্ভাবনী প্রয়াস বিতর্কের পরিসরে উচ্চকিত ঠে প্রচারের এই আলোতে প্রসারিত হতে পারেনি। অবশ্য তা শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই নয়, সাধারণ পাঠকের পক্ষেও তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সামিল। কমলকুমার মূলত বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর স্বকীয়তায় স্বল্প পরিসরে পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁর সেই পাঠকবিমুখ সৃষ্টিপ্রয়াসের মধ্যে যেমন নে বিতর্কের অবকাশ বর্তমান, তেমনই তাঁকে এজন্য কম মাশুল গুনতে হয়নি। সেদিক থেকে স্বরচিত ভাষার প্রাচীর শুধু তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়নকে অবমূল্যায়নে সামিল করেনি, সেইসঙ্গে তাঁকে প্রাচীরবন্দি বিতর্কের পরিসরে ছকবন্দি করে রেখেছে। এজন্য তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথমে সেই অচলায়তনমুক্ত পরিসরে যখন তাঁর শিল্প-সাহিত্যের চলন সমান্তরাল ভাবে সচল ছিল, সেই সময়ের ফসলও অসময়ের ফেরে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে কমলকুমারের বহুমুখী প্রতিভার অভিমুখ বিতর্কের বিজ্ঞাপনের আড়ালে চলে যায়। অথচ তাঁর প্রতিভায় শিল্প-সাহিত্যের পাশাপাশি দায়বোধ কীভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং তার বাস্তবায়নে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন, তার পরিচয় সে-সব প্রয়াসে বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, যে 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় (পত্রিকায় ১৯৫৯, বই হিসেবে ১৯৬২) তাঁর শুভ যাত্রার সূচনা ঘটেছিল এবং যাতে ভাষার প্রাচীর পাঠকসমীপে সুউচ্চ হয়ে উঠে বিতর্ককে আহবান জানিয়েছিল, তার প্রেক্ষিতভূমিটির পরিচয় সে-সব প্রয়াসে লক্ষণীয়। পত্রিকায় অভিনব উদ্যোগের মতো সাহিত্যের সংকলনেও কমলকুমারের স্বতন্ত্র প্রয়াস আপনাতেই সময়ের প্রেক্ষিতে অভিজাত হয়ে ওঠে। গ্রামবাংলার লোকজ বহুশ্রুত ছড়ার সঙ্গে "কাঠখোদাই" চিত্রের সমন্বয় ঘটিয়ে তাঁর সম্পাদিত অসাধারণ শিশুপাঠ্য ছড়া-সংকলন "পানকৌড়ি" আপনাতেই উপানে গ্রদেয় হয়ে উঠেছে। শুধু ছড়াই নয়, তাঁর শিল্পভা শিল্পভাবনাতেও দেশজ লোকশিল্পের প্রতি স্বাজাত জাত্যবোধ তীব্র হয়ে ওঠে। আর এই স্বাজাত্যপ্রীতির পরিচ্যা পরবর্তীতে তাঁর কথাসাহিত্যেও নিবিড় হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, দেশজভাবনার সঙ্গে আকস্মিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া বিদেশি সংস্কৃতির অন্তর্থন্দ্বময় প্রকৃতির মধ্যে বিপন্ন অস্তিত্বে কমলকুমারের স্বকীয় সত্তার ঘেরাটোপটিও অনেকটাই স্বদেশপ্রীতিজাত। দেশজ পরিসরে স্বাজাত্য জাত্যবোধে আত্মসচেতন কমলকুমার শিল্পে ও ল্প ও সাহিত্যের প্রগতির তিতেও তার তুলে ধরায় ব্রতী হয়ে য়েছিলেন। পানকৌড়ি'র পর তাঁর অপর একটি সম্পাদিত ছড়ার সংকলন "আইকম বাইকম"। সেখানেও শিল্পীর পরিচয় সমুজ্জ্বল। অন্যদিকে কমলকুমারের কাঠখোদাই চিত্রসংবলিত সংকলন ঈশ্বরগুপ্তের ছড়া (১৩৫১) তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিভার অনন্য পরিচয়। উনিশ শতকেই যেখানে ঈশ্বর গুপ্তের অস্তিত্ব সংকটে এবং তাঁর প্রশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে আর প্রয়োজন নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, সেই বাংলা খাঁটি কবি'র ছড়াকার পরিচিতিকে বিশ শতকের মধ্যাহ্নে পাড়িয়ে নিজস্ব শৈল্পিক বিন্যাসে যেভাবে তুলেধরায় ব্রতী হয়েছিলেন কমলকুমার, তাতেই তাঁর স্বদেশপ্রীতির অনন্যতা প্রতীয়মান হয়ে পড়ে। বাঙালিসত্তার অকৃত্রিমতাবোধের প্রতি তাঁর সচেতন ও সতর্ক দৃষ্টি প্রথম থেকে বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, এজন্য ঔপনিবেশিক শাসনে-শোষণে পীড়িত বাঙালির প্রগতিচেতনার মধ্যেও তিনি আশ্বস্ত হতে পারেননি। মানসিকভাবেই কমলকুমার সমকালের পরিশীলিত বাঙালিসমাজে বেমানান ছিলেন। আর এই বেমানান প্রকৃতির মধ্যে তাঁকে যেমন চিনে নিতে অসুবিধা হয় না, তেমনই তাঁর সজীব প্রকৃতিতে বিতর্কের অবকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিষয়টি বিশদ করা আবশ্যক। পাড়মাতাল তাঁর কমলকুমারের মনধনের আভিজাত্যের সঙ্গে তাঁর মূলধনের বনেদিয়ানার সাযুজ্য ছিল না। আত্মিকভাবে তাঁর মনের বিচরণ যেখানে সম্ভ্রান্ত পথিকের ন্যায়, সেখানে তাঁর আর্থিক সঙ্গতি তা থেকে অনেকটাই পেছনে। সেক্ষেত্রে আপাতভাবে মনে হতে পারে তাঁর মধ্যে বাঙালিসুলভ সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিংই প্রকট। তা কিন্তু নয়। বাঙালির অভাববোধ তার স্বভাবের অঙ্গ। অলস কর্মবিমুখতায় সেখানে ভাবের ঘরে চুরি করে রাজা হওয়ার বাতিকে হাই থিঙিং-এর মান্যতা নেতিবাচকতায় অসার হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, "হাই থিঙ্কিং" উচ্চাবস্থার মধ্যে আত্মতুষ্টিবোধের প্রয়াস বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে কমলকুমার সচেতন ভাবেই "সিম্পল লিভিং"-এ যত্নবান ছিলেন। আসলে তাঁর জীবনাদর্শই ছিল সহজতার উৎকর্ষসাধন। যাপিত জীবনে তিনি সমুন্নত ব্যক্তিত্বকে সুরক্ষিত করার স্বার্থেই ধনের আভিজাত্যকে সচেতন ভাবেই এড়িয়ে চলেছেন। অনিরুদ্ধ লাহিড়ীর "আপন মুদ্রাদোষে অনন্য" ("সংবাদ প্রতিদিন"-এর "রোববার", ২৩ আগস্ট ২০০৯) নিবন্ধ থেকে জানা যায় কমলকুমার তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুরাগী বিমান সিংহ-কে জানিয়েছেন টাকাকড়ির অসুবিধের মধ্যে আছো, বুঝি সেটা। তবে একটি কথা মনে রেখো-গরিব হওয়া কিন্তু ভালো, তাতে ভদ্রলোক থাকা যায়। গরিব থেকে ভদ্রলোক থাকার দুরূহ সাধনায় কমলকুমারের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রদ্ধেয় কবি-সাধক রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাহান্ন বিঘা জমির মালিক হয়েও রামপ্রসাদ দারিদ্রের সহজতা আপন করে যাপন করেছিলেন মনোহারী আত্মীয়তায়। সেক্ষেত্রে কমলকুমারের সযত্নে লালিত একইসঙ্গে গরিব ও ভদ্রলোক থাকার সদিচ্ছাই তাঁকে বাঙালির ভাববিলাসী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। অন্যদিকে বাঙালি হয়েও তাঁর এই অব্যয় অবাঙালিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু তাঁকে বাঙালিবিমুখ। করে তোলেনি, বরং বাঙালি সত্তার সন্ধানে আরও নিবিড় করে তুলেছে। অপরপক্ষে কমলকুমারে মারের গরিব থাকার বিষয়টি দারিদ্রের দীনত দধীনতায় আভিজাত্যের দেখনদারির পরিহাসে তাঁকে আরও বিতর্কের পরিসরে সামিল করেছে। একজন গছ ভাল-এর মুখে ফরাসি বাকবিভূতি বড্ড বেমানানই শুধু মনে হয়নি, বড় অস্বাভাবিকতায় সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। সেক্ষেত্রে অভিজাত শিক্ষাগবীদের আত্মসন্তুষ্টিতে নিদেনপক্ষে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর ন্যায় মনে হয়েছে। অবশ্য কমলকুমারও তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে বিতর্ক আমদানি করেছেন। প্রথমদিকে তাঁর আপাদ কেতাদুরস্ত সাহেব হওয়ার বাতিক ছিল। সেই সাহেব হওয়ার বাসনা অচিরেই ছেড়ে দিয়ে বাঙালির স্বরচিত ব্র্যান্ডে আপনাকে মেলে ধরেন যা আজীবন ধারণ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর অনুজার উক্ত স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে ১৯৪৭ সালে দাদার বিয়ে হয়ে গেল-- তার আগেই নিরুদা প্যারিস চলে গেছে। কিছুদিন মা-বাবার সঙ্গে থাকার পর, দাদা-বউদি চলে যায় রিশিয়ায় থাকতে। রিশিয়াতে আমাদের বাড়িতে দাদার শ্বশুর-শাশুড়ি শালা-শালিকা সকলেই থাকতেন। দুম করে একদিন দাদা সাহেবি পোশাক ছেড়ে দিল---ছেড়ে দিল সব সিগারেট, ট্যাক্সি চড়া, সুট, জুতো পারফিউম। ধুতি, হাতে থলে, পান খাওয়া ইত্যাদি আরম্ভ হল। একটা মানুষ তো আর একদিনে তৈরি হয় না-নানা কারণ হয় তো ছিল। শ্যামলবাবুকে দাদা একটা গল্প বলেছিল, একজন মুটে নাকি দাদার সাহেবি পোশাক দেখে বলেছিল, বাবু কটা বাজে? দাদা বলল, এত সাহেবি পোশাকেও যখন সাহেব হতে পারলাম না, তখন আর দরকার নেই এই পোশাক। কমলকুমারের এই সাহেব সাজার সঙ্গে মধুসূদন দত্তের সাহেবিয়ানার প্রয়াস যেমন নেই, তেমনই ডি. এল. রায়ের দেখনদারিও অনুপস্থিত। তা ছিল তাঁর একান্তভাবেই পোশাকি আভিজাত্যের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। তা না হলে তিনি তা এককথায় এভাবে পরিত্যাগ করতে পারতে না। **(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির সহযোগিতা চেয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ১৯।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম রওশন এরশাদ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মো.সাহাবুদ্দিনের সাথে রবিবার দুপুরে বঙ্গভবনে বেগম রওশন এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির একটি প্রতিনিধি দল এক সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ সহযোগিতা চান। পরে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন বাসস'কে বলেন, সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ রাষ্ট্রপতিকে জানান, তাঁর দল জাতীয় পার্টি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির একটি নির্বাচনমুখী দল। আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তুতি নিয়েছি। রওশন এরশাদ বলেন, আমরা সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই নির্বাচন কমিশন যে তফসিল ঘোষণা করেছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই।তবে, তিনি নির্বাচনের তফসিলের সময় বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব করেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য রাজনৈতিক দলগুলো আরো সময় দরকার। ৩০ নভেম্বর মনোনয়ন দাখিলের নির্ধারিত শেষ দিন। অন্যদিকে আয়কর রিটার্ন দাখিলেরও শেষ দিন।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেনে, সংবিধানকে অক্ষুন্ন রাখতে হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে সরকার নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা নিশ্চিত করবে। রাষ্ট্রপতি মনে করেন, দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে গণতন্ত্রকেও সমুন্নত রাখতে হবে। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

সকালে বেরিয়েছিলেন প্রাতঃ ভ্রমণে, অকালেই প্রয়াত পরিচালক সঞ্জয় গাধভী

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): সকালে উঠে প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন। আচমকা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট পরিচালক সঞ্জয় গাধভী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭। 'ধুম' এবং 'ধুম ২' ছবির মতো ব্লকবাস্টার হিট ছবি পরিচালনা করেছেন। রবিবার সকালবেলা পরিচালক তাঁর লোখান্ডওয়ালার বাড়িতে প্রাতঃ ভ্রমণ করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ ঘামতে শুরু করেন। তড়িঘড়ি কোকিলাবেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন প্রযোজক বনি কপূর। পরিচালকের মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া বলিউডে। প্রয়াত পরিচালক কন্যা সঞ্জনা গাধভী বলেন, "রবিবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ বাড়িতে মৃত্যু হয় বাবার। তার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও বুঝতে পারিনি। বাবার কোনও শারীরিক অসুস্থতা ছিল না। কী করে হঠাৎ সব হয়ে গেল বুঝতে পারছি না।" সঞ্জয়ের মৃত্যু খবের শোকপ্রকাশ করেছেন পরিচালক কুণাল কোহলি, সঞ্জয় গুপ্ত-সহ 'শারারত সে শারারত তক' খ্যাত অভিনেত্রী শ্রুতি শেঠ। সঞ্জয়ের পরিচালক হিসাবে হাতেখড়ি হয় ২০০০ সালে 'তেরে লিয়ে' ছবির মাধ্যমে। যদিও ছবিটি ব্যর্থ হয় বক্স অফিসে। তার দু'বছর পর মুক্তি পায় 'মেরে ইয়ার কি শাদি হ্যায়।' উদয় চোপড়া, টিউলিপ যোশী, জিমি শিরগিল অভিনীত ছবিটি সাফল্যের মুখ দেখে। তার পর ২০০৪ ও ২০০৬ সালে দুটি বড় হিট দেন সঞ্জয় 'ধুম' ও 'ধুম ২'। তার পর বেশ কিছু ছবি করেছেন। ' কিডন্যাপ', 'আজব গজব লভ' ছবি রয়েছে তালিকায়।

রায়পুর: ভূপেশ বাঘেল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বড় পর্দায় ক্রিকেট ম্যাচ দেখছেন

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : ছত্তিসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল রবিবার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বড় পর্দায় ক্রিকেট ম্যাচ দেখছেন। রায়পুরের ক্রিকেট ভক্তদের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশও আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আইসিসি পুরুষদের ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে উচ্ছ্বসিত। নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হওয়ার পর রবিবার ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছেন। বড় পর্দায় তিনি এই ম্যাচ দেখবেন বলে ইন্ডোর

ঢাকা ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে : ড় মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ১৯।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন রবিবার বলেছেন, বাংলাদেশ ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী এখানে অবস্থানরত সকল বিদেশী কূটনীতিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আসছে এবং তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি তার মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, এ ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা (এখানে অবস্থানরত) সকল কূটনীতিকের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আমরা যথাযথভাবে ভিয়েনা কনভেনশন অনুসরণ করে যাচ্ছি। সম্প্রতি বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

এ সময় ড় মোমেন এদেশে দায়িত্ব পালনকালে বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের কূটনীতিকদের ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘন না করারও আহ্বান জানান। মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বিরুদ্ধে কটুক্তির বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ মানুষের বাক স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আর তাই কাউকে কোনো বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। ড় মোমেন বলেন, তবে কেউ যদি কোনো গর্হিত কাজ করে, তাহলে সরকার অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে। এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্কটিশ পার্লামেন্টের সফররত ক্রস-পার্টি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠকে তারা জলবায়ু পরিবর্তন, রোহিঙ্গা সংকট, বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও শ্রম অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মোমেন বলেন, আমাদের মধ্যে চমৎকার আলোচনা হয়েছে, তারা আমাদের ভালো বন্ধু। তিনি প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং আমরা বিশ্বাস করি, নির্বাচনই হল সরকার পরিবর্তনের একমাত্র উপায়। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক যে কিছু রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যাদের জন্ম হয়নি, তারা এখন বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংসের সাথে জড়িত। তিনি বলেন, সরকার কাউকে নির্বাচন বানচাল করতে দেবে না, কাউকে জনগণের সম্পত্তি ভাংচুর বা অগ্নিসংযোগও করতে দেবে না।

সিরসা এয়ারফোর্স স্টেশনে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানালেন সাংসদ ও মন্ত্রীরা

সিরসা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার সিরসা এয়ারফোর্স স্টেশনে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান সাংসদ ও মন্ত্রীরা। এদিন রাজস্থানে যাওয়ার সময় সিরসা এয়ারফোর্স স্টেশনে কিছুক্ষনের জন্য থামেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যেখানে অনেক নেতাকর্মী ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা তাঁকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজস্থান ও গুজরাট সফরকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি সতর্কতা অবলম্বন করেছে। এই সফরকে সামনে রেখে সিরসাকে কেন্দ্র করে তুলেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। সেজন্য প্রধানমন্ত্রী রবিবার তাঁর বিশেষ বিমানে সিরসা এয়ারফোর্স স্টেশনে আকাশপথে অবতরণ করেন। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান, হরিয়ানার বিদ্যুৎমন্ত্রী রঞ্জিত সিং চৌতালা, ওড়িশার প্রাক্তন রাজ্যপাল অধ্যাপক ড. গণেশি লাল, সিরসার সাংসদ সুনিতা দুগ্গাল, মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লালের প্রাক্তন রাজনৈতিক উপদেষ্টা জগদীশ চোপড়া, বিজেপির জেলা ইনচার্জ অমরপাল রানা, ফতেহাবাদ জেলার ইনচার্জ দেব কুমার শর্মা, এডিজিপি শ্রীকান্ত যাদব, জেলা প্রশাসক পার্থ গুপ্ত এবং পুলিশ সুপার বিক্রান্ত ভূষণ।

সিরসায় প্রায় দশ মিনিট যাত্রাবিরতির পর বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারে রাজস্থানের উদ্দেশে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী। রাজস্থানে জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পর সিরসা হয়ে গুজরাট যাবেন প্রধানমন্ত্রী। যেখানে তিনি ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার ম্যাচটি দেখবেন। এরপর গুজরাট থেকে সরাসরি দিল্লি ফেরার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

"ছট পুজোর জন্য বাংলার সরকার দুদিন ছুটি দেয়"", মমতার মন্তব্যে বিতর্ক

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): উৎসবের মরশুমে এবার ছটপুজো। সূর্য্যদেবের উপাসনায় সামিল হলেন বহু মানুষ। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ভিড়। রবিবার র‍্যা সরকারি কর্মচারীদের ছুটি থাকে। সপ্তাহান্তে ছট পুজো হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই এদিন ছুটি। তাই উৎসব উপলক্ষে এবার আরও একদিন ছুটি ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে সমালোচনা।

ঈশানি দত্ত লিখেছেন, "ছুটি কেন?" শতাব্দী ভট্টাচার্য লিখেছেন, "গর্গ কাকা কিছু বলবেন না?" এ মুখার্জি লিখেছেন, "সস্তার ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতি। গর্গ বরাহ চ্যাটার্জি কই?" অনয় বর্মন রায় লিখেছেন, "বাংলা পক্ষ না কী যেন? ওই মালগুলি এখন কোথায়? পায়েল সরকার লিখেছেন, "বহিরাগতদের উৎসবে ছুটি?" জিৎ বসুলিখেছেন, "বিহারি ভোটব্যাঙ্ক হাতে নেওয়ার ধান্দা শুধু।"প্রসঙ্গত, এদিন মুখ্যমন্ত্রী ছট পুজোর উদ্বোধনে যান। সেখানে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ""সাবধানে গঙ্গার ঘাটে যান, হুড়োহুড়ি করবেন না। শিশুদের নিয়ে গঙ্গার ঘাটে যাবেন না। গঙ্গাকে নোংরা করবেন না। ছট পুজো উপলক্ষ্যে সোমবারও ছুটি থাকবে। দিল্লি ছট পুজোর জন্য দুদিন ছুটি দেয় না, বাংলার সরকার দেয়""।

এবার ছটপুজোয় সোমবারও সরকারি ছুটি

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর, (হি.স.): ছট পুজো উপলক্ষে সোমবার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ছুটি। হেস্টিংসের তক্তাঘাটে ছট পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়ে বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি ছট পুজোয় সাবধানতা অবলম্বন করে গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন তিনি। একইসঙ্গে গঙ্গা যেন নোংরা না হয় সেদিকেও নজর রাখার নির্দেশ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্গাপুজো, কালীপুজোর পর এবার ছটপুজো। রবিবার থেকেই শুরু হয়েছে সূর্য্যদেবের উপাসনা। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ভিড়। জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে, এবারও দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর ও পূর্ব কলকাতার সুভাষ সরোবরে ছটপুজোয় জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

সূর্য দেবতার আরাধনা সকলের জীবনে নতুন শক্তি ও উদ্যম বয়ে আনুক : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): সমস্ত দেশবাসীকে ছট মহাপরবের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছটপুজোর শুভকামনা জানিয়ে লিখেছেন, 'মহাপরব ছটের সন্ধ্যা অর্ঘ্য উপলক্ষ্যে আমার পরিবারের সকল সদস্যদের শুভেচ্ছা। সূর্য দেবতার আরাধনা সকলের জীবনে নতুন শক্তি ও নতুন উদ্যম বয়ে আনুক।'

বিহার, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খন্ড-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এদিন ছট পুজো উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ পুন্যার্থী, বিভিন্ন নদী ও জলাশয়ে অস্তগামী সূর্যের প্রতি অর্ঘ্য অর্পন করবেন। ছট ঘাটগুলিতে পুজার্চনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আগামীকাল ছটপুজোর শেষ দিনে পুন্যার্থীরা ভোরবেলায় উদীয়মান সূর্যের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে ঠেকুয়া, খাজুরিয়া, কাসার, কাছুয়ানিয়া ইত্যাদি প্রসাদ। ছট পুজোর এই প্রসাদগুলি ভগবান সূর্যের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়।

দিল্লির রোহিণীতে উল্টে গেল বৈদ্যুতিক বাস, কমবেশি আহত ৩ জন

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ডিটিসি-এর একটি বৈদ্যুতিক বাস। রবিবার সকালে দিল্লির কে এন কাটজু মার্গ থানার অন্তর্গত রোহিণী সেক্টর ১৫ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি বৈদ্যুতিক বাস। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩ জন, তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ডিটিসি-র বৈদ্যুতিক বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় ৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। রোহিণী সেক্টর ১৫ এলাকায় সচদেবা স্কুলের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। সাতসকালে দুর্ঘটনার জেরে যানবাহন চলাচল কিছু সময়ের জন্য বিঘ্নিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ১৫ দিনের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দিল্লিতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ডিটিসি-র বৈদ্যুতিক বাস।

রাজস্থানের চুরুতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা গাড়ির; মৃত্যু ৫ পুলিশ কর্মীর, আহত দু""জন

চুরু, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের চুরু জেলায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারল পুলিশের একটি গাড়ি। ভয়াবহ সি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ পুলিশ কর্মীর, এছাড়াও দু""জন গুরুতর আহত হয়েছেন। চুরুর পুলিশ সুপার প্রবীণ নায়েক বলেছেন, রবিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সুজনগড় সদর থানা এলাকায়। নির্বাচনের মিটিংয়ে যোগ দিতে তারানগর যাচ্ছিলেন পুলিশ কর্মীরা।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে পুলিশের গাড়ি ধাক্কা মারলে মৃত্যু হয় ৫ পুলিশ কর্মীর, এছাড়াও দু""জন কমবেশি আহত হয়েছেন। নিহত পুলিশ কর্মীরা হলেন-এএসআই রামচন্দ্র, কনস্টেবল কুম্ভরাম, সুরেশ মীনা, থানারাম ও মহেন্দ্র।

বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখতে আহমেদাবাদে শচীন

আহমেদাবাদ, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ দেখতে রবিবাসরীয় সকালে আহমেদাবাদে পৌঁছে গেলেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকর। রবিবার সকালে আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন শচীন। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচে ভারত জিতবে বলেই আশা ব্যক্ত করেছেন শচীন। সংবদিকদের উদ্দেশ্যে প্রাক্তন

খড়দহে বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার একই পরিবারের ৪ জনের দেহ

বারাকপুর, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগণার খড়দহের ১৯ নং ওয়ার্ড এলাকার এমএস মুখার্জি রোডের একটি ফ্ল্যাট থেকে একই পরিবারের চারজনের পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে রবিবার দুপুর নাগাদ ফ্ল্যাট থেকে বাবা,মা ও দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার হয়।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাড়ির বাকি সদস্যদের খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে গৃহকর্তা। প্রত্যক্ষদর্শীরাও একে আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করছেন। ৫৪, এমএস মুখার্জি রোডের করবী টাওয়ার আবাসনের একটি ফ্ল্যাট থেকেই রবিবার দুপুর নাগাদ পচাগলা গন্ধ পান আশেপাশের বাসিন্দারা। তাঁরাই খবর দেন খড়দহ থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ঢুকে চারজনের দেহ উদ্ধার করে। স্বামী, স্ত্রী ও এক ছেলে ও এক মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া যায় ফ্ল্যাটের ভিতর। ঘরের মধ্যে তিন জায়গায় স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দেহ পড়ে। আর সিলিং ফানে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার স্বামীর দেহ। পুলিশের অনুমান, কয়েকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে তাঁদের।

১৯ নং ওয়ার্ড এলাকার স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী পাল জানান, ওই ফ্ল্যাটের আসল মালিক অরূপ গঙ্গোপাধ্যায় ফোন করে বলেন , তাঁর ফ্ল্যাটে থাকেন বৃন্দাবন কর্মকার ও তাঁর পরিবার, তাঁদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না গত ২ দিন ধরে। ফোনেও কোনও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

মৌসুমীদেবী তাঁকে বিষয়টি থানায় জানানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু তারই মধ্যে এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে পচাগলা দেহ নিয়ে। তখনই কাউন্সিলর জানতে পারেন, কর্মকার পরিবারের ৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। স্বামী, স্ত্রী ছাড়া তাঁদের ৮ বছরের ছেলে, ১৬ বছরের মেয়েরও মৃত্যু হয়েছে। খড়দহ পুরসভার চেয়ারপার্সন নীলু সরকার জানাচ্ছেন, বৃন্দাবনবাবু পেশায় ব্যবসায়ী। এবার এলাকার কালীপুজোয় তিনি মূর্তি, কাপড় সব দান করেছেন।

বিসর্জনেও ছিলেন এলাকাবাসীর সঙ্গে। কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যে কী এমন ঘটল, যাতে তাঁরা সকলে মারা গেলেন, তা ভেবে বিস্মিত প্রতিবেশীরা!

বৃন্দাবনবাবুর পরিবারের সদস্যরা ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান।। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে খড়দহ থানার পুলিশ।

বিএসএফের নজরদারিতে ছটপুজো চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে

চ্যাংরাবান্ধা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : পুলিশ এবং বিএসএফের কড়া নজরদারি রয়েছে কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ছটপুজোর ঘাটে। বিএসফের প্রহরার মধ্য দিয়েই সীমান্তের ধরলা নদীতে এবারও ছটপুজোর আনন্দে শামিল হয়েছেন সীমান্তবাসী।

রবিবার আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের নিজেদের উদ্যোগে এবারও ছটপুজোর ঘাট সংস্কার ও সাজানোর কাজও প্রায় শেষের পথে। ইতিমধ্যেই নদীঘাট এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন সীমান্তের বিএসএফ, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। জায়গাটি একেবারে বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা। তার উপর এখানে নেই কোনও কাঁটাতারের বেড়া। তাই প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার দিকটি গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবির আগেই জানিয়েছিলেন স্থানীয়রা। তারা জানান, কয়েকবছর আগে এই ছটপুজোর ঘাটে বাংলাদেশের দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছিল। তারা ভারতীয় পুণ্যার্থীদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়েছিল। ভেঙে নষ্ট করে দিয়েছিল পুজোর বেদী। এরপর থেকে এই এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক রয়েছে। সেই জন্যই সীমান্তের এই ছটপুজোর ঘাটে অতিরিক্ত নজরদারি ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

রাজস্থানের জনগণকে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি রাহুলের, বিঁধলেন বিজেপিকেও

দৌসা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে রাজস্থানে রাজনৈতিক প্রচারও চলছে জোরকদমে। রবিবার রাজস্থানের দৌসায় এক নির্বাচনী জনসভা থেকে রাজস্থানের জনগণকে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। পাশাপাশি আক্রমণ করেছেন বিজেপিকেও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি।

রাহুল গান্ধী এদিন বলেছেন, কংগ্রেস রাজস্থানের মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি বছর ১০ হাজার টাকা ট্রান্সফার করবে... কংগ্রেস সরকার গঠিত হলে সিলিন্ডারের মূল্য ৫০০ টাকা হবে... আমরা গোটা রাজস্থানে ইংরেজি স্কুল তৈরি করেছি... প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাতিল করেছেন পুরাতন পেনশন স্কিম... আমরা রাজস্থানে এটি প্রয়োগ করেছি... লক্ষ লক্ষ মানুষ এর থেকে উপকৃত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে রাহুল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে কোনও জাত নেই; শুধু গরীব আছে। যখন অধিকার দেওয়ার সময় এসেছে, তখন কোনও জাত নেই... যখন লড়াইয়ের প্রচার করার সময় এসেছে, তখন ওবিসি এবং দলিত আছে... কংগ্রেস পার্টি আপনাদের সাতটি গ্যারান্টি দিয়েছে... আমরা আদানির ভারত চাই না। ...তাই আমরা সাতটি গ্যারান্টি দিয়েছি।'

মানুষের জীবন বাঁচানোই অগ্রাধিকার, উত্তরকাশির সুড়ঙ্গ পরিদর্শনের পর বললেন গড়করি

উত্তরকাশি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশির নির্মীয়মান সুড়ঙ্গে এখনও আটকে রয়েছেন কমপক্ষে ৪১ জন শ্রমিক, আটকে পড়া শ্রমিকরা এখনও উদ্ধার না হওয়ায় চিন্তার মধ্যে রয়েছেন তাঁদের পরিজনরা। এই পরিস্থিতিতে রবিবার ধরে পড়া সুড়ঙ্গ পরিদর্শন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নিতিন গড়করি। সঙ্গে ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিও।

পরিদর্শনের পর গড়করি বলেছেন, এই অপারেশনের প্রথম অগ্রাধিকার সবাইকে বাঁচিয়ে রাখা। বিআরও বিশেষ মেশিন আনার জন্য রাস্তা তৈরি করছে। এখানে বেশ কিছু মেশিন এসেছে। দুটি অগার মেশিন বর্তমানে উদ্ধার তৎপরতা চালাতে কাজ করছে। এই হিমালয় ভূখণ্ডের স্তরগুলি জটিল। গড়করি আরও বলেছেন, যদি অগার মেশিনটি সঠিকভাবে কাজ করে তবে আমরা আগামী দুই থেকে আড়াই দিনের মধ্যে তাদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হব।

কংগ্রেস ও উন্নয়ন, একে-অপরের শত্রু ছিল এবং তাই থাকবে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

চুরু, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস সরকারের থেকে যত দূরে থাকবেন, রাজস্থানকে যত বেশি বাঁচাতে পারবেন, তাতে আপনাদেরই ভবিষ্যত সুরক্ষিত হবে। রাজস্থানের জনগণের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, কংগ্রেস ও বিকাশ একে অপরের শত্রু ছিল এবং শত্রুই থাকবে। রবিবার রাজস্থানের চুরুর তারানগরে এক নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেসের লুটের লাইসেন্সের পুরো কাহিনী লাল ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ আছে এবং এখন ধীরে ধীরে লাল ডায়েরির পাতা খুলতে শুরু করেছে। এখানে লাল ডায়েরির পাতা খোলে আর ওপাশে গেহলট জির ফিউজ উড়ে যায়, লাল ডায়েরিতে জাদুকরের জাদু দেখা যায়।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড এবং নতুন সাফল্য অর্জন করছে। যে কোনও ক্ষেত্রই ধরুন, ভারত বিস্ময়কর কাজ করছে। চারিদিকে উৎসাহ আছে, আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে আমরা ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত করব।'

জলগাঁও জেলায় বেসরকারি বাসে আগুন

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলায় একটি বেসরকারি বাসে আগুন লাগে শনিবার মধ্যরাতে। জলগাঁও জেলার রাভার-সাভদা রোডের বাদগাঁওয়ের কাছে সাঁইসিদ্ধি ট্রাভেলসের একটি বেসরকারি বাসে হঠাৎ আগুন লেগে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার পর স্থানীয় মানুষ জন বাসের ২০ জন যাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাসের আগুন নেভায়। আগুনে বাসটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। চলন্ত বাসে আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে রাভার থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে সাঁই সিদ্ধি ট্রাভেলসের বাসটি রাভার থেকে পুনে যাচ্ছিল। বাসটি ভাদগাঁওয়ের কাছে সুকি নদীর ব্রিজের পাশের মোড়ের কাছে পৌঁছতেই হঠাৎ আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে বাস চালক সঙ্গে সঙ্গে বাসটি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে দেন। বাসে আগুন দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাসের যাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যায়। এরপরে, পুলিশ বাসের সমস্ত যাত্রীকে পুনে পাঠায়।

মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ, মায়াবতী উত্তরপ্রদেশের মানুষকে ছট পুজোর শুভেচ্ছাবার্তা

লখনউ, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং মায়াবতী উত্তরপ্রদেশের মানুষকে ছট পুজোর অভিনন্দন জানিয়েছেন। যোগী আদিত্যনাথ এক্স-এ একটি পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, 'সূর্য্য পুজো ও লোকবিশ্বাসের মহান উৎসব "ছট"-এ রাজ্যের সমস্ত ভক্ত ও জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা! ভগবান ভাস্কর ও ছাঠি মাইয়া- এর পবিত্র আশীর্বাদে সমগ্র পৃথিবী সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের আলোয় আলোকিত হোক এটাই আমার কামনা। জয় ছাঠি মাইয়া!,"। উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য এবং ব্রজেশ পাঠকও রাজ্যের জনগণকে ছট উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিআরএস দুর্নীতির জননী : জে পি নাড্ডা

নারায়ণপেট, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানা সরকার তথা রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। রবিবার তেলেঙ্গানার নারায়ণপেট-এ এক নির্বাচনী জনসভায় নাড্ডা বলেছেন, একদিকে তেলেঙ্গানার উন্নয়নের স্বার্থে অর্থ পাঠাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অন্যদিকে, একটি পরিবার সেই অর্থের অপব্যবহার করছে এবং দুর্নীতিতে লিপ্ত হচ্ছে।

জে পি নাড্ডা বলেছেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি ভ্যাট কমিয়েছে। তবে তেলেঙ্গানা সরকার রাজ্যে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমায়নি। তাই তেলেঙ্গানার কৃষকদের বেশি দামে ডিজেল

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কড়াইশুঁটির কচুরির ভিন্ন স্বাদ

ছোট ছোট নতুন আলুর দম সঙ্গে কড়াইশুঁটির কচুরির স্বাদ যেন অমৃত। তবে শীতের নতুন আলু এখনও বাজারে আসেনি। তার জন্য তো কড়াইশুঁটির কচুরি খাওয়া বন্ধ থাকতে পারে না। রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনাল। সে দিন রাতেই বানিয়ে ফেলা যেতে পারে। তবে সমস্যা একটিই। কচুরির পেটের মধ্যে কিছুতেই কড়াইশুঁটির পুর থাকে না।

বেলতে গেলেই ময়দা ফেটে তা বেরিয়ে আসে। কী ভাবে তৈরি করলে তা মনের মতো হবে, সেই পদ্ধতি দেওয়া রইল এখানে।

উপকরণ:

ময়দা: ২ কাপ

রিফাইন্ড তেল: প্রয়োজন মতো

ঈষদুষ্ণ জল: ১ কাপ

নুন: এক চিমটে

চিনি: এক চিমটে

বেকিং সোডা: এক চিমটে

কড়াইশুঁটি: ১ কাপ

আদা: সামান্য

গোটা জিরে: আধ চা চামচ

জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ

ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ

মৌরি গুঁড়ো: আধ চা চামচ

চাট মশলা: আধ চা চামচ

পদ্ধতি:

১) প্রথমে পাত্রে ময়দা, তেল, সামান্য নুন এবং বেকিং সোডা একসঙ্গে মিশিয়ে জল দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। ময়দা খুব নরম করে মাখবেন না। মাখার পর অন্তত পক্ষে আধ ঘণ্টা পরিষ্কার, শুকনো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন।

২) এ বার মিক্সিতে কড়াইশুঁটি এবং আদা ভাল করে বেটে নিন। মিহি করে বাটতে হবে। শিলে বাটতে পারলে আরও ভাল। এর মধ্যে কিন্তু জল দেওয়া যাবে না।

৩) এ বার কড়াইতে সামান্য তেল দিন। তার মধ্যে দিন গোটা জিরে। এ বার কড়াইশুঁটি বাটা দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন।

৪) একে একে সমস্ত গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিন। নুন এবং চিনি দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। কড়াইশুঁটি একেবারে ঝুরঝুরে হয়ে এলে নামিয়ে নিন।

৫) এ বার মেখে রাখা ময়দা থেকে লেচি কেটে তার মধ্যে কড়াইশুঁটির পুর ভরে নিন। এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। কড়াইশুঁটি কচুরির লেচি কিন্তু লুচির মতো হবে না। তার চেয়ে আকারে বেশ খানিকটা বড় হবে। তা হলেই পুর লেচির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে না।

৬) পুর ভরার পর লেচির মুখ বন্ধ করার সময়েও সতর্ক থাকতে হবে। ময়দা ছড়িয়ে একটু মোটা করে বেলে নিতে হবে কচুরি।

৭) তেল গরম হলে গ্যাসের আঁচ কমিয়ে গরম গরম কড়াইশুঁটির কচুরি ভেজে তুলে নিতে হবে। হিং দেওয়া নিরামিষ আলুর দমের সঙ্গে পরিবেশন করুন কড়াইশুঁটির কচুরি।

পালং শাকের সুস্বাদু খাবার

শীতকাল মানেই বাজার ভরা সবুজ, টাটকা শাক-সব্জি। এখন যদিও সারা বছর ধরেই কিছু না শীতের সব্জি বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু শীতের পালং শাকের মতো তা টাটকা হয় না। ভিটামিন এ, সি, কে, লুটেইন এবং ফোলেটের গুণে সমৃদ্ধ পালং শাক। শরীরে বিভিন্ন খনিজের অভাব মেটাতে সাহায্য করে। ঘণ্ট, চচ্চড়ি, পনির, ডাল কিংবা পরোটা সবেতেই এই শাকের ব্যবহার রয়েছে।

তবে শীত জুড়ে একঘেয়ে পালংয়ের পদ না খেয়ে যদি স্বাদে বদল আনতে চান, তা হলে তালিকায় রাখতে পারেন স্বাস্থ্যকর তিন পদ।

১) পালং শাক এবং কিনোয়ার স্যালাড

এক কাপ সেদ্ধ কিনোয়ার সঙ্গে ২ টেবিল চামচ চেরি টোম্যাটো কুচি, আধ কাপ শসা কুচি, ২ টেবিল চামচ পেঁয়াজ, আধ কাপ জলে ভাপিয়ে নেওয়া পালং শাক এক সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এ বার উপর থেকে সামান্য লেবুর রস ছড়িয়ে খেতে পারেন। সকালের জলখাবারে কিংবা অফিসের টিফিনের জন্যে বানিয়ে নেওয়া যেতেই পারে এই স্যালাড।

২) পালং শাক এবং মাশরুমের অমলেট

কুসুম ছাড়া ২টি ডিম, পালং শাক কুচি, আধ কাপ মাশরুম, সামান্য নুন এবং চিজ ভাল করে ফেটিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল বা সামান্য মাখন ব্রাশ করে ডিম ভেজে নিন। সকালের জলখাবারে শুধু এই খাবারটি খেলেই অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি থাকবে।

৩) পালং শাক এবং কাবুলি ছোলার তরকারি

রাতে রুটি বা পরোটার সঙ্গে কাবুলি ছোলার তরকারি তৈরি করবেন। একঘেয়ে ওই ছোলার তরকারির স্বাদ বদলে দিতে পারে পালং শাক। আগে ছোলা সেদ্ধ করে নিয়ে, মশলা কষিয়ে যেমন ভাবে রান্না করেন, তাই করবেন। শুধু নামানোর আগে এক কাপ পালং শাক দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে নামিয়ে নেবেন।

চিংড়ি ভাপা কিংবা ঝাল নয় আনাসর কারি

চিংড়ি খেতে অনেকেই ভালবাসেন। বাজার থেকে চিংড়ি এলেই হয় চিংড়ির ঝোল আর না হয় চিংড়ি ভাপাই বানানো হয়। তবে চিংড়ি দিয়ে অন্য ধরনের রেসিপি বানাতে চান? বানিয়ে ফেলতে পারেন টক-ঝাল-মিষ্টি স্বাদের পাইনাপ্ল প্রন কারি। রইল রেসিপি।

উপকরণ:

আনারস কুচি: ১ কাপ

চিংড়ি মাছ: ৫০০ গ্রাম (মাঝারি মাপের)

ক্যাপসিকাম: ১টি

পেঁয়াজ: ২টি

সাদা তেল: ৪ টেবিল চামচ

আদা: ১ ইঞ্চি টুকরো

রসুন: ৬-৭টি

ভিনিগার: ১ টেবিল চামচ

গোলমরিচ গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ

নুন ও মধু: স্বাদমতো

সয়া সস: ২ টেবিল চামচ

চিকেন স্টক কিউব: ১ কাপ

কর্ন ফ্লাওয়ার: ১ টেবিল চামচ

প্রণালী:

প্রথমে আনারস, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম ডুমো ডুমো করে কেটে নিন। আদা, রসুন কুচিয়ে রাখুন। চিংড়ি মাছে নুন মাখিয়ে মিনিট দুয়েক ভাপিয়ে তুলে রাখুন। এ বার ননস্টিক পাত্রে সাদা তেল গরম করে আদা কুচি ও রসুন কুচি ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম আর সয়া সসদিয়ে হালকা ভেজে নিন। ভাজা হয়ে এলে চিকেন স্টক কিউব গরম জলে গুলে দিয়ে দিন। আনারসের টুকরোগুলি ঢেলে দিন। এর পর ভাপিয়ে রাখা চিংড়ি, নুন, মধু, ভিনিগার ও গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। শেষে কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে মিশিয়ে নিন গ্রেভির সঙ্গে। গ্রেভি ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে পরিবেশন করুন টক-ঝাল-মিষ্টি এই পদ।

বাইরের খাবার মোটেই শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই বিকেলের দিকে কিছু মুখোরোচক খাবারের খোঁজ করে খুদেরা। ওদের হাতে সুস্বাদু কিছু তুলে না দিলেই ফোনে অনলাইন অ্যাপে নিজেরাই অর্ডার দিয়ে দেয় পিতা কিংবা বার্গার। তবে রোজ বাইরের খাবার মোটেই শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। ওদের বানিয়ে দিন স্বাস্থ্যকর নাস্তা। রোজ নিত্যনতুন কী টিফিন দেবেন, বুঝতে পারেন না? রইল এমন কিছু চটজলদি খাবারের খোঁজ, যেগুলি খেতে ভাল, আবার স্বাস্থ্যকরও। শিশুর শরীরের ক্ষতিও হবে না।

গ্র্যানোলা, গ্রিক ইওগার্ট সঙ্গে বেরি: গ্রিক ইওগার্ট ভাল করে ফেটিয়ে নিয়ে তাতে ছোট ছোট টুকরো করা স্ট্রবেরি, ব্লুবেরির টুকরো দিয়ে দিন। তার মধ্যে ২ চামচ গ্র্যানোলা আর সামান্য মধু দিয়ে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ফ্রিজে রেখে দিন। খুদে স্কুল থেকে ফিরলে পরিবেশন করুন স্বাস্থ্যকর এই খাবার।

বাদাম দিয়ে মিল্কশেক: এক মুঠো কাঠবাদাম বেশ কিছু ক্ষণ ভিজিয়ে রেখে খোসা ছাড়িয়ে বেটে নিন। এ বার দুধ ঘন করে সেই দুধে কেশর বাদাম কুচি মিশিয়ে বেটে রাখা বাদাম আর চিনি দিয়ে ফুটিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে ঠান্ডা করে নিন। ফ্রিজেও রাখতে পারেন।

বিটের কাটলেট: ভাজাভুজি, চপ কাটলেট খেতে শিশুরা বেশি ভালবাসে। তাদের বিকেলের টিফিনের জন্য বানিয়ে রাখতে পারেন বিটের কাটলেট। বিটে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ভিটামিন সি, কে, ই। এ ছাড়াও রয়েছে আয়রন। শুধু বিটের সঙ্গে আলু, গাজর, মটরশুঁটি, নুন, চিনি দিয়ে ছোট প্যাটিস তৈরি করে দিতে পারেন। এ বার কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণে ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে অল্প তেলে সেঁকে নিন। টোম্যাটো সসের সঙ্গে মেওনিজ আর চিলি ফ্লেক্স মিশিয়ে তৈরি করে নিন ডিপ। গরম গরম পরিবেশন করুন।

সাদা মুক্তোর মতো দাঁত কার না চাই

সাদা মুক্তোর মতো দাঁত কার না চাই! রূপকথার রাজকন্যাদের যেমন হাসলে মুক্তো ঝরে, বাস্তবেও অনেকেই তেমন চান। দাঁতের যত্ন নেওয়া সহজ নয়। দাঁত সাদা ধবধবে রাখতে শুধু নিয়ম করে দাঁত মাজলেই হবে না। বিভিন্ন কারণে দাঁতে দাগছোপ পড়ে যেতে পারে। সেই দাগ তুলতে আবার চিকিতকের কাছে যান অনেকেই। সাময়িক সমাধান তাতে পাওয়া যায়। কয়েক দিন ঝকঝকে দাঁত দেখে মন বেশ খুশি থাকে। কিন্তু আবার অনিয়ম, সঠিক যত্নের অভাবে দাঁত হলদে হতে শুরু করে। হলদে দাঁতের সমস্যা থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে বিপুল খরচ না করে বরং ভরসা রাখতে পারেন হেঁশেলের দু'টি উপকরণে।

বেকিং সোডা এবং লেবু হেঁশেলের অন্যতম দু'টি উপকরণ। ঘরোয়া নানা সমস্যার চটজলদি সমাধান লুকিয়ে আছে এই দু'টিতে। তবে দাঁত ঝকঝকে করে তুলতেও এই দুই উপাদানের জুড়ি মেলা ভার। দাঁত সাদা করতে অনেকেই বেকিং সোডা ব্যবহার করেন বটে। তবে, শুধু বেকিং সোডার ব্যবহারে দাঁত ঝকঝকে রাখা সম্ভব নয়। তার সঙ্গে মেশাতে হবে লেবুর রস। ঘরোয়া এই টোটকার ব্যবহারেই দাঁত হবে জেল্লাদার। কী ভাবে বানাবেন এই টোটকা? বেকিং সোডার সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। বেকিং সোডা এবং লেবুর রস সমপরিমাণে মেশাতে হবে। মিশ্রণটি যেন পাতলা হয়ে না যায়। থকথকে এই মিশ্রণ দাঁতে লাগিয়ে ভাল করে ঘষতে থাকুন। ব্রাশ দিয়ে ঘষলে বেশি উপকার পাবেন। ২-৩ মিনিট ঘষতে হবে। লেবুর রসে রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড, ঘন ঘন ব্যবহার করলে দাঁত ক্ষয়ে যেতে পারে। তাই সপ্তাহে ২-৩ দিনের বেশি এই মিশ্রণ ব্যবহার না করাই ভাল। তবে যে ক"দিন ব্যবহার করা হোক, দাঁত ঝকঝকে করে তুলতে ঘরোয়া এই টোটকার কোনও বিকল্প নেই।

হজমের সমস্যা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না?

শরীর ছিপছিপে হলেও পেটের মেদ নিয়েই যত সমস্যা। দিন দিন বাড়ছে ভুঁড়ি। কোমরে জিন্স আঁটছে না। উঠতে-বসতেও কষ্ট হচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে ভুঁড়ি কমানো জরুরি। শরীরের যে কোনও অংশে মেদ জমলেই বিপাকক্রিয়া দুর্বল করে দেয়। কিন্তু মেদ কমাবেন কী ভাবে? দিনের পর দিন না খেয়ে থাকলেই কি মিলবে সমাধান? বেশি ক্ষণ খালি পেটে থাকলে কিন্তু ওজন বেড়ে যায়। মেদ ঝরাতে হলে নিয়মিত শরীরচর্চা ও ক্যালোরি মেপে খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি কিছু ঘরোয়া পানীয়ের উপরেও ভরসা রাখতে পারেন। জেনে নিন কী খেলে মেদ ঝরবে দ্রুত।

১) জিরের জল

জিরের "থার্মোকুইনান" নামক যৌগটি পেটে অতিরিক্ত মেদ জমতে দেয় না। এ ছাড়াও জিরেতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি যৌগ পেটফাঁপা, গ্যাস, অম্বল কমাতে সাহায্য করে। হজমেও সাহায্য করে এই পানীয়।

২) মৌরি ভেজানো জল

মেদ ঝরাতে নিয়মিত মৌরি ভেজানো জলও খেতে পারেন। মৌরি পেট ঠান্ডা রাখে। মৌরিতে থাকা যৌগগুলি অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। বিপাকহার উন্নত করতেও সাহায্য করে এই পানীয়।

৩) জোয়ান ভেজানো জল

ভরপেট খাবার খাওয়ার পর একটু জোয়ান চিবিয়ে খেলে হজম হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। পেটের ভিতর কোনও রকম ক্ষত সারাতেও জোয়ানের ব্যবহার রয়েছে আয়ুর্বেদ মতে। এ ছাড়া, পেট ফাঁপার সমস্যাতেও দারুণ কাজ দেয় জোয়ান।

চুল ভাল রাখতে শুধুই কি বায়োটিনে সমৃদ্ধ ওষুধ খাবেন

সারা বছরই কম-বেশি চুল পড়ে। কারও কারও আবার শীতকালে বা বর্ষাকালে চুল পড়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পাশাপাশি চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে চিকিতক থেকে পুষ্টিবিদ সকলেরই বক্তব্য শরীরে পর্যাপ্ত বায়োটিনের জোগান দেওয়া। তাই পরামর্শ মতো কয়েক দিন বায়োটিনে সমৃদ্ধ ওষুধ খাওয়া যেতেই পারে।

কিন্তু এই বায়োটিন আসলে কী, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। এই বায়োটিন কী ভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কেও অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই।

বায়োটিন আসলে কী?

চুলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বায়োটিন হল ভিটামিন বি৭। যা নতুন চুল গজাতে এবং চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগাতে সাহায্য করে। বায়োটিন চুলে প্রাকৃতিক ভাবে কেরাটিন উতাদন করতেও সাহায্য করে। চুল, ত্বক এবং নখের গঠন মজবুত করতে সাহায্য করে এই কেরাটিন। নতুন চুল গজানোর প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল নতুন কোষ তৈরি হওয়া। বায়োটিন নামক উপাদনটি চুলের ফলিকলগুলিকে উদ্দীপিত করে। ফলে নতুন চুল গজায় তাড়াতাড়ি। কোন কোন খাবারে প্রাকৃতিক ভাবে বায়োটিন থাকে?

ডিম:

ডিম হল বায়োটিনের প্রাকৃতিক উত। বিভিন্ন প্রকার খনিজের পাশাপাশি ডিমের কুসুমের মধ্যে থাকে বায়োটিন। তাই চুল, ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে প্রতি দিন একটি করে ডিম রাখতেই হবে।

বাদাম এবং বিভিন্ন প্রকার বীজ:

কাঠবাদাম, চিনেবাদাম, আখরোট, সূর্যমুখী ফুলের বীজ এবং ফ্ল্যাক্সসিড বা তিসির মতো খাবার বায়োটিনে সমৃদ্ধ। প্রতি দিন একমুঠো বাদাম এবং বিভিন্ন বীজের মিশ্রণ খেলে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়োটিন পৌঁছয়।

মাছ:

যে সব মাছে তেলের পরিমাণ বেশি, সেই ধরনের মাছে বায়োটিনের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এ ছাড়াও থাকে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। চুলের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে এই উপাদানটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মিষ্টি আলু:

শুধু বায়োটিন নয়, এই ধরনের আলুতে রয়েছে বিটা-ক্যারোটিন। যা শরীরে গিয়ে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বায়োটিনের পাশাপাশি চুল ভাল রাখতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হল ভিটামিন এ।

দুগ্ধজাত খাবার:

দুধ, দই, চিজ, পনির বা দুগ্ধজাত যে কোনও খাবারই বায়োটিনের উৎস। এ ছাড়া, দুধের মধ্যে সিংহভাগই রয়েছে ক্যালশিয়াম। যা চুলের গোড়া, নখ, দাঁত এবং হাড় মজবুত করতেও সাহায্য করে।

জ্বর- বুকে জমা কফ মানেই নিউমোনিয়া?

দু'ক্ষেত্রেই নিউমোনিয়ার লক্ষণগুলি এক রকম। তাই কোনটির উত কী, তা বোঝা খুব সহজ নয়। তবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করতে এই ফাঙ্গাল নিউমোনিয়ার জুড়ি মেলা ভার। এই ধরনের নিউমোনিয়া প্রাণহানির সম্ভবনাও বাড়িয়ে তোলে। চিকিৎসকেদের মতে, এই ফাঙ্গাল নিউমোনিয়া কিন্তু সংক্রামক নয়। সাধারণত বাতাসে মিশে থাকা ছত্রাক শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করলে, সেখান থেকে বিপদ ছড়ায়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বায়ুদূষণের প্রভাবেও নিউমোনিয়ার প্রকোপ বাড়ে। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে তুলতে অনুঘটকের মতো কাজ করে। তাই শিশু বা বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিপদের তা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ফাঙ্গাল নিউমোনিয়ার লক্ষণগুলি কী কী?

১) ছত্রাক বা ভাইরাসঘটিত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে সাধারণত দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ফলে জ্বর আসা স্বাভাবিক। কারও কারও ক্ষেত্রে জ্বরের তীব্রতা মারাত্মক আকার ধারণ করে।

২) সপ্তাহ দুয়েকের বেশি কাশি হলে তা নিউমোনিয়ার লক্ষণ হতে পারে। তবে ফাঙ্গাল নিউমোনিয়া হলে বুকে কফ জমার পরিমাণ বেড়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা হয়।

৩) সর্দি, কাশি, জ্বরের সঙ্গে অনেকেরই বুকে ব্যথা হয়। শ্বাস নেওয়ার সময়ে বা ভারী কিছু তুলতে গেলে পাঁজরের আশপাশে ব্যথা হতে পারে।

ঘুম পুরো হলেও কেন ক্লান্তি কাটছে না?

মহিলাদের শরীরে আয়রনের অভাব একটা বড় সমস্যা। শরীরে পর্যাপ্ত মাত্রায় আয়রন না থাকলে বিভিন্ন কার্যকলাপ বিঘ্নিত হয়। আয়রনের ঘাটতি হলে রক্তাল্পতার মতো সমস্যা দেখা যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে দেহে আয়রনের অভাব ঘটছে এই ব্যাপারটা প্রাথমিক ভাবে অনেকেই বুঝতে পারেন না। জেনে নিন কোন উপসর্গ দেখলে প্রাথমিক অবস্থাতেই শরীরে আয়রনের ঘাটতি হয়েছে, তা বুঝতে পারবেন।

১) ঘন ঘন নানা ধরনের সংক্রমণ হচ্ছে কি? পেটের সমস্যা, ত্বকে জ্বালা ভাব এগুলি কি হতেই থাকছে? এ সবের কারণ হতে পারে শরীরে আয়রনের ঘাটতি।

২) শরীরে আয়রনের ঘাটতি হলে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। এই জন্য সারা ক্ষণ ক্লান্ত লাগে। ঝিমুনি আসে, ঘুম পায়। ঘুম থেকে ওঠার পরেও ক্লান্তি কাটে না। এমন হলে সতর্ক হোন।

৩) শরীরে আয়রন পরিমাণ কম থাকলে মস্তিষ্ক-সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন সরবরাহ হ্রাস পায়। মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাবে মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা, শারীরিক অস্বস্তি। এমনকি, ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের মধ্যে মাইগ্রেনের সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

৪) শরীরের সব কোষে রক্ত পরিবহণের জন্য আয়রন অপরিহার্য। আয়রনের ঘাটতি থাকলে দেহের কোষগুলিতে রক্ত সমান ভাবে পৌঁছয় না। রক্তের অভাবে ত্বক অনেক সময় ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। একে রক্তাল্পতার লক্ষণ বলেও ধরা হয়।

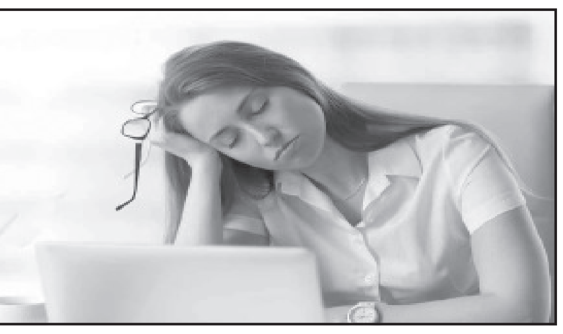

৫) নখ একটু বড় হতে না হতেই ভেঙে যায়? শরীরে আয়রনের অভাবের ফলে এমন হতে পারে। আয়রন নখের যত্ন নেয়। তবে স্বাভাবিকের তুলনায় আয়রনের পরিমাণ শরীরে হ্রাস পেলে নখ দুর্বল হয়ে ভেঙে যেতে পারে।

বাংলাদেশে বৃহত্তর বিদেশি বিনিয়োগ চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ১৯।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আরো বিদেশি বিনিয়োগ চেয়ে বলেছেন, তাঁর সরকার বৃহত্তর বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নিচ্ছে। তিনি বলেন, আরো বেশি পরিমাণে বিদেশী বিনিয়োগ যাতে বাংলাদেশে আসতে পারে সেজন্য আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী রবিবার সকালে 'হোটেল রেডিসন ব্লু'তে ফরেন ইনভেস্টরসচেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই-ফিকি) -এর ৬০ বছর পূতি উদযাপন এবং দু'দিন ব্যাপী ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো-২০২৩ এর উদ্বোধনকালে দেওয়া প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।আমরা সারাদেশে ১শ'টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ৩৯টি হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করেছি। এগুলো বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, উল্লেখ করে তিনি বলেন, এককভাবে কোন দেশ যদি এক খন্ড জমি চায় আমরা তাও দেব আবার যদি কেউ যৌথ উদ্যোগে করতে চান সেটাও করা হবে অথবা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) ভিত্তিতে করতে চাইলে সেটাও করা হবে।

তিনি বলেন, তাঁর সরকার অনেকগুলো সংস্থা তৈরি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা), বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি (বেজা), বাংলাদেশ ইকোনমিক প্রসেসিং জোন অথরিটি (বেপজা), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি (এইচটিপিএ) এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি (পিপিপিএ)। বিনিয়োগের সুবিধার্থে বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলোতে ওয়ান স্টপ পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

সরকার প্রধান বলেন, বিনিয়োগ পরিষেবা প্রদানকারী সমস্ত অফিস সম্পূর্ণ অনলাইন এবং ডিজিটালাইজড করার পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি। একইসাথে কর মওকুফ, রেমিটেন্স রয়্যালটি, প্রস্থান নীতি, লভ্যাংশ এবং মূলধন সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন, আইন দ্বারা বিদেশী বিনিয়োগ সুরক্ষাসহ বিনিয়োগ নীতিকে আরও সহজ করার জন্য অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, তাঁর সরকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এ সরবরাহ খাত, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট খাত এবং পর্যটন খাতকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

'ব্লু-ইকোনমি'র প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ব্লু-ইকোনমি খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে আমরা নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। লজিস্টিক শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং এই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অন্যান্য শিল্প খাতের উন্নতি ত্বরান্বিত করার লক্ষে জাতীয় লজিস্টিকস ডেভেলপমেন্ট পলিসি প্রণয়নের কাজ চলছে। বাংলাদেশে এখন জ্বালানি, পানি, লজিস্টিকস এবং পরিবহন খাতে ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অবকাঠামো গড়ার সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে শুধু লজিস্টিকস খাতই ৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজারে পরিণত হবে শেখ হাসিনা বলেন, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ও শক্তিশালী রপ্তানি কৌশল এবং শিল্পনীতি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। আমরা ২০৩১ সালের মধ্যে জিডিপি-তে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুপাত ৩১ দশমিক ৪৩ শতাংশে উন্নীত করতে চাই।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ এখন প্রায় সতের কোটি মানুষের একটি বড় অভ্যন্তরীণ বাজার। এটি ২০৩০ সালের মধ্যে ৯ম বৃহত্তম ভোক্তা বাজারে পরিণত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তখন যুক্তরাজ্য এবং জার্মানির মতো প্রতিষ্ঠিত বাজারগুলোকে এবং বর্তমান উচ্চ-প্রবৃদ্ধির ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডকে আমাদের দেশ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি আরও আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত ও ধনীক শ্রেণির সংখ্যা হবে ৩ কোটি ৪০ লাখ। ২০৪০ সালের মধ্যে আনুমানিক মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়াবে ৫ হাজার ৮৮০ মার্কিন ডলার। কৌশলগত ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ ৩শ' কোটি মানুষের আঞ্চলিক বাজারের কেন্দ্রস্থল হতে পারে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) লোকমান হোসেন মিয়া, ফিকি'র সভাপতি নাসের ইজাজ বিজয় ও সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি দীপল আবেবিক্রমা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী কয়েকজন আন্তর্জাতিক সফল বিনিয়োগকারীও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।'ফর এভার ফিউচার ফরওয়ার্ড' শিরোনামের একটি ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী ফিকির গবেষণা প্রতিবেদন 'ক্যাটালাইজিং গ্রেটার এফডিআই ফর ভিশন-২০৪১: প্রাইওরিটিজ ফর বিল্ডিং এ কনডাক্টিভ ট্যাক্স সিস্টেম ইন বাংলাদেশ' এবং ইএসজি কমিটি প্রণোদিত 'ইএসজি স্ট্রাটেজিস এন্ড ইমপাক্টস ফ্রম দি মেম্বারস অব এফআইসিসিসিআই' শীর্ষক দু'টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচান করেন। প্রধানমন্ত্রীকে প্রখ্যাত বাংলাদেশী শিল্পী ও ভাস্কর হামিদুজ্জামান খানের তৈরি একটি স্মারক উপহার দেওয়া হয়, যা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার প্রতীক। বিডা এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হল এফআইসিসিআই'র ৬০ বছর উদযাপন এবং বিনিয়োগ এক্সপো-২০২৩-এর কৌশলগত অংশীদার।

ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো -২০২৩ এফআইসিসিআই সদস্য এবং সরকারি স্টেকহোল্ডারদের প্রদর্শকদের সাথে স্থানীয় এবং বিদেশী উভয় বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে ৪০টি স্টল প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত করেছে। 'রেডিসন ব্লু' এর ওয়াটার গার্ডেনে 'ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো-২০২৩' আজ এবং আগামীকাল চলবে এবং সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি, বিনিয়োগবান্ধব নীতি, বৃহৎ অভ্যন্তরীণ বাজার, কৌশলগত অবস্থান, উচ্চ মুনাফা, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন সুবিধার কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক দেশের কাছে বিনিয়োগ, শিল্পায়ন এবং রপ্তানির জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরে সরকার প্রধান বলেন, এসকল সাফল্যের ওপর দাঁড়িয়েই বাংলাদেশ এখন ২০৩১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ মধ্য-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডিজিটাল খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মোট জনগোষ্ঠীর ৭৮.৫৫ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। বাংলাদেশে প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার ফ্রিল্যান্সার রয়েছে যা বিশ্বব্যাপী অনলাইন শ্রমের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরবরাহকারী। আইসিটি রপ্তানি খাতে ২০২৩ সালে আমরা অর্জন করেছি ১.৯ বিলিয়ন ডলার। আশা করা হচ্ছে ২০২৫ সাল নাগাদ এই খাতে রপ্তানি আয় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে।

শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক মৌলিক বিষয়সমূহ ও বাণিজ্য সংহতকরণের ফলে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.২৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের মাথাপিছু আয় মাত্র এক দশকে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২,৭৯৩ মার্কিন ডলারে। জিডিপির আকার ২০০৬ সালের ৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০.৩১ লক্ষ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে দারিদ্রের হার প্রায় ৩ গুণ কমে ১৮.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।উৎপাদন খাত ছাড়াও, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে ব্যক্তিখাতে ভোগ বৃদ্ধি, যাকে প্রাথমিকভাবে সহায়তা করছে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ, শক্তিশালী গ্রামীণ অর্থনীতি, প্রবাসী আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ ও জ্বালানি খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকারের বিগত প্রায় ১৫ বছরের উন্নয়নের কৃতিত্ব দেশের বেসরকারি খাতের। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে আমরা বেসরকারি খাতের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দেই। গত ১৫ বছরে আমরা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নে নানা মুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি। এর ফলে বেসরকারি খাত আরও শক্তিশালী ও বিকশিত হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ।সরকার প্রধান বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে জাতির পিতা মাত্র ৩ বছর ৭ মাসের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেছিলেন। যেটা '৭৫ সালে আমরা স্বীকৃতি পাই কিন্তু এরপর আর বেশিদূর এগুতে পারেনি।তিনি বলেন, আমাদের বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং বাণিজ্য সংহতকরণের ওপর ভিত্তি করে আজকের এই টেকসই অর্থনীতি ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে এবং ২০২৬ সাল থেকে এই উন্নয়নশীল দেশের অগ্রযাত্রা শুরু হবে। তার প্রস্তুতিও আমরা এখন থেকে নিচ্ছি।

শেখ হাসিনা বলেন, আশা করা হচ্ছে ২০৩৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২০তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। কারণ, জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজিও তাঁর সরকার বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং এতে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। যদিও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেক সমস্যার প্রভাব বাংলাদেশে পড়েছে। তবুও এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

তিনি ফিকি'র সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তারা আমাদের লক্ষ্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে টেকসই ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবসার বিকাশ ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখছে। আমাদের দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে ফিকি'র প্রকাশনা দু'টি এবং 'ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো-২০২৩' সহযোগিতা করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে অষ্টম দিনেও অব্যাহত উদ্ধারকাজ, সুরক্ষিতই রয়েছেন শ্রমিকরা

উত্তরকাশি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখন্ডের উত্তরকাশিতে নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪০ জন শ্রমিকে উদ্ধারের কাজ রবিবার অষ্টম দিনেও অব্যাহত। নির্মীয়মান সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গ ধসে আটকে পড়া ৪০ জন শ্রমিককে উদ্ধারের কাজে গতি আনতে সরকার শনিবারই এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করে। বৈঠকে প্রযুক্তিগত বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার পর পাঁচটি বিকল্প উপায় ছাড়াও সুড়ঙ্গের ভেতর দু'টি অতিরিক্ত পাইপ ঢোকানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওই পাইপ দু'টি আটকে পড়া শ্রমিকদের খাদ্য সরবরাহের কাজে সহায়তা করবে। জাতীয় সড়ক এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম এনএইচআইডিসিএল, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিগম, শতদ্রু জলবিদ্যুৎ নিগম, তেহেরী জলবিদ্যুৎ নিগম এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড-কে পাঁচটি বিকল্প উপায় রূপায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সীমা সড়ক সংগঠন এবং ভারতীয় সেনার নির্মাণ কার্যের সঙ্গে যুক্ত বাহিনীও এই উদ্ধার কাজে সহায়তা করছে। সমগ্র প্রকল্পটির সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছেন এনএইচআইডিসিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাহমুদ আহমেদ। উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে সমন্বয়ের দায়িত্ব রয়েছেন সচিব নীরজ খয়েরওয়াল। প্রতিটি দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন। সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য যা যা করা সম্ভব তাই করতে হবে। প্রশাসন সূত্রের খবর, সমস্ত শ্রমিক সুরক্ষিত রয়েছেন।

আপাতত শুষ্ক থাকবে দক্ষিণবঙ্গ, আগামী দু'দিনে তাপমাত্রা কমবে তিলোত্তমায়

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): আপাতত শুষ্ক থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া, এই সময়ে কিছুটা নামতে তাপমাত্রার পারদ। শীতের আমেজও টের পাবেন দক্ষিণবঙ্গবাসী। হালকা শীত মালুম হবে তিলোত্তমাতেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতার ক্ষেত্রে আগামী ২৪ ঘণ্টা আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি কমবে বলেও জানিয়েছেন আবহবিদরা।

ধীরে ধীরে শীতের আভাস টের পাবেন কলকাতাবাসী। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। আগামী পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গে পুরোপুরি শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও আগামী পাঁচ দিন কোনও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। তবে ২১ তারিখ নাগাদ দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এর পাহাড়ি অঞ্চলে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বেহাল রাস্তায় মৃত্যু রোগিণীর, সাংসদকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

মালদা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): ভাঙাচোরা রাস্তা। গাড়ি যেতে পারে না। তাই খাটিয়ায় নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে রোগিণীকে। শেষরক্ষা হয়নি, পথেই মারা যায় রোগিণী। আর তারপরে, রবিবার এলাকায় গিয়ে তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি সাংসদ। মালদার বামনগোলায় সাংসদকে সামনে পেয়ে বেহাল রাস্তা নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা।

হবিবপুরের বিধায়ক ছিলেন তিনি। পরে লোকসভা নির্বাচনে উত্তর মালদা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে সাংসদ হন তিনি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বারবার অভিযোগ জানালেও রাস্তার হাল ফেরেনি। এদিন বিক্ষোভের মুখে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে বিডিওকে ফোন করেন বিজেপি সাংসদ। বেহাল রাস্তা ঠিক করার জন্য সাংসদ তহবিল থেকে ১৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু।

রবিবার বেহাল রাস্তার কারণেই হাসপাতালে যাওয়ার পথে মারা যান গৃহবধূ। সেই ঘটনা ঘিরেই তুমুল ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে বিধায়ক, তারপরে ওই জেলারই সাংসদ। তারপরেও কেন রাস্তা বেহাল রয়েছে সেই প্রশ্ন তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তাঁর এলাকায় এখনও পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল রয়েছে। কখনও সেই রাস্তা ঠিক হচ্ছে না। সংসদ তহবিল থেকে দেওয়া টাকার পরিমাণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বামনগোলার মালডাঙা গ্রামের বাসিন্দারা। এক গ্রামবাসীর অভিযোগ, "বারবার করে আসছেন, আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন, ১০ লক্ষ, ৫ লক্ষ করে দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের তো স্থায়ী সমাধান নয়। ৫ কিলোমিটার রাস্তা, ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে কী হবে? আমরা চাইছি একটা স্থায়ী সমাধান। সবাই তো রাজনীতির রং নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু, আমরা সাধারণ মানুষ তো মরে যাচ্ছি।"

খগেন মুর্মু জানিয়েছেন, বিডিও-র সঙ্গে কথা বলে ১৩ লক্ষ টাকা আপাতত তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে দিচ্ছেন। বাকি টাকা কোন তহবিল থেকে আসবে, তা বিডিও-কে জানাতে বলা হয়েছে।

দিল্লিতে কমছে বায়ুদূষণ; একিউআই পৌঁছল ৩৯৮-এ, কমানো হয়েছে সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে দূষণের পরিমাণ কমেছে। বাতাসের গতি বৃদ্ধির কারণে গুণমান আগের তুলনায় একটু ভাল হয়েছে। 'ভীষণ খারাপ' থেকে 'খুব খারাপ' হয়েছে। ইতিমধ্যেই দূষণ নিয়ে সতর্কতা কমিয়ে দিয়েছে দিল্লি সরকার। জানানো হয়েছে, এ বার থেকে রাজধানীতে প্রবেশ করবে ডিজেলচালিত ট্রাক। সোমবার থেকে আবার চালু হচ্ছে সব সরকারি, বেসরকারি স্কুল। তবে এখনও বাইরে খেলাধুলো বা জমায়েতের অনুমতি দেয়নি দিল্লি সরকার।রবিবার দিল্লির বাতাসের গুণমানের সূচক (একিউআই) ছিল ৩৯৮। যা 'খুব খারাপ' হিসাবে গণ্য করা হয়। এদিন সকালেও মাত্রাতিরিক্ত ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল রাজধানী দিল্লি। দূষণের কারণে কেন্দ্রের প্রস্তাবে দিল্লিতে 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' (জিআরএপি)-এর চতুর্থ পর্যায়ের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। দূষণের পরিমাণ কমার পরেই সেই বিধিনিষেধ লঘু করেছে প্রশাসন। তবে জিআরএপির প্রথম থেকে তৃতীয় পর্যায়ের বিধিনিষেধ চালু থাকবে দিল্লিতে।

জি-২০ গোষ্ঠী : ২২ নভেম্বর ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনে পৌরহিত্য করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২২ নভেম্বর জি-২০ নেতৃবৃন্দের ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনে পৌরহিত্য করবেন।

সবকটি জি-২০ সদস্য দেশ, আফ্রিকান ইউনিয়ন ছাড়াও ৯টি অতিথি দেশ এবং ১১টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নতুন দিল্লিতে গত সেপ্টেম্বরে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী মোদী ঘোষণা করেছিলেন, ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব শেষ হওয়ার আগে একটি ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করবে দেশ।

সেই মতোই ২২ নভেম্বর জি-২০ নেতৃবৃন্দের ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনে পৌরহিত্য করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ২২ নভেম্বরের ভার্চুয়াল জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে প্রাসঙ্গিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম-সহ বিভিন্ন জি-২০ সিদ্ধান্তের কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ভারত আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জি-২০-র পৌরহিত্যের দায়িত্বে রয়েছে। ২০২৪ সালে জি-২০-র সভাপতিত্বে থাকবে ব্রাজিল।

জন্মজয়ন্তীতে ইন্দিরাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর, শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ সোনিয়া ও খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): জন্মজয়ন্তীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও ইন্দিরাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রমুখই। রবিবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, 'জন্মবার্ষিকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য।'এদিন সকালেই ইন্দিরা গান্ধীর সমাধিস্থল শক্তি স্থলে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী প্রমুখ। শক্তিস্থলে ইন্দিরাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন সকলে।

প্রায় এক কোটি টাকার ফেন্সিডাইল উদ্ধার অসমের চুড়াইবাড়ি সীমান্তে, বাজেয়াপ্ত লরি, আটক এক

বাজারিছড়া (অসম), ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়িতে প্রায় এক কোটি টাকার মাদক কফ সিরাপ ফেন্সিডাইল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ফেন্সিডাইল পাচারে ব্যবহৃত লরি সহ তার চালককে পুলিশ আটক করেছে।

বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, আজ রবিবার ভোরের দিকে গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরাগামী আরজে ০৪ জিবি ৩৬১৫ নম্বরের আলু বোঝাই একটি ১৪ চাকার লরি আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী গেটে আসে। তাঁর নেতৃত্বাধীন পুলিশের দল লরিতে তালাশি চালায়। তালাশি চালিয়ে সারি সারি আলুর বস্তার নীচে দ্বিতল-সদৃশ একটি চেম্বার থেকে বেশ কয়েকটি কার্টুনে ১২ হাজার ৫০০ শিশি ফেন্সিডাইল ব্র্যান্ডের কফ সিরাপ উদ্ধার হয়। উদ্ধারকৃত ফেন্সিডাইলগুলির কালোবাজারে মূল্যে কমপক্ষে এক কোটি টাকা হবে।

কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে আটক করা হয় লরির চালককে। ধৃতকে রাজস্থানের জনৈক চেনা রাম বলে পরিচয় পাওয়া গেছে, জানান পুলিশ অফিসার প্রণব মিলি। পুলিশ অফিসার মিলি জানান, ধৃতের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তীব্র বিদ্যুত সংকটে অন্ধকারে নিমজ্জিত কাশ্মীর, সর্বাধিক প্রভাবিত গ্রামীণ এলাকাগুলি

শ্রীনগর, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): শীতের আগমণের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিদ্যুত সংকটে অন্ধকারে নিমজ্জিত কাশ্মীর। সর্বাধিক প্রভাবিত হচ্ছে গ্রামীণ এলাকাগুলি। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের সংকটে কাশ্মীরের মানুষের স্বাভাবিক জনজীবন প্রভাবিত হচ্ছে, উপর্যুপরি লোডশেডিংয়ে অন্ধকারেই কাটছে রাত। বিদ্যুতের চাহিদা ১০০০ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে, এর ফলে চাহিদা ও সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটছে। কাশ্মীর পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশন লিমিটেডের (কেপিডিসিএল) পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে।

কাশ্মীর উপত্যকার কোনও অঞ্চলই এই বিদ্যুৎ সংকট থেকে রেহাই পায়নি, গ্রামীণ এলাকাগুলি সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির সম্মুখীন হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ কাশ্মীরের বাসিন্দারা এই দুর্বিষহ পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন। তারিক আহমেদ, মহম্মদ মকবুল, হাকিম আহমেদ প্রমুখরা জানিয়েছেন, বিগত কয়েকদিন ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টা মিলছে। শীতের শুরুতে এত সীমিত বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকায় পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

টিম ইন্ডিয়ার জয়ের জন্য উজ্জ্বয়িনীর মহাকাল মন্দিরে বিশেষ পুজার্চনা

উজ্জ্বয়িনী, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে আইসিসি বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ উপলক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশের মহাকাল মন্দিরে বিশেষ পুজার্চনা করা হয়। ভক্তরা এদিন ভারতের জয়ের জন্য প্রার্থনা করেন।

মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে পুরোহিত ও ভক্তরা বিশেষ পুজার্চনা করেন। মহাকাল মন্দিরের পুরোহিত পণ্ডিত মহেশ শর্মা জানিয়েছেন, রবিবার আমরা বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচে ভারতের জয়ের জন্য মহাকালের কাছে প্রার্থনা করেছি। ভারত শুধু খেলাধুলায় নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হয়ে উঠুক, এই কামনা ভগবান মহাকালের কাছে। পুজার্চনার আগে মন্দিরে শিবলিঙ্গের কাছে খেলোয়াড়দের ছবি রেখে বিজয়ের অনুষ্ঠানও করা হয়।

এদিন আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে আইসিসি বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ। শুধু দেশের প্রতিটি কোণ থেকে নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেও মানুষ এই ম্যাচ দেখতে এসেছেন এখানে। ভারতের সব জায়গায় উত্তেজনার পরিবেশ রয়েছে এবং সবাই চায় ভারত এবার বিশ্বকাপ জিতুক। রবিবার সকালে ভক্তরাও ভারতের জয়ের জন্য প্রার্থনা জানাতে বিখ্যাত মহাকাল মন্দির বিশেষ প্রার্থনা জানায়। ২০১১ সালের পর বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ খেলতে রবিবার মাঠে নামছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।

মধ্যপ্রদেশে দ্রুতগামী ট্রাক্টর দুটি বাইককে ধাক্কা দিলে মৃত এক, আহত তিন

রাজগড়, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলায় একটি ট্রাক্টর ও দুটি বাইকের মধ্যে সংঘর্ষে একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে, শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ রাজগড় জেলার কুড়াওয়ার থানা এলাকার তালেন রোডে অবস্থিত মনপুরাগুজরাটি জয়েন্টের কাছে। পুলিশ রবিবার ময়নাতদন্ত করে মৃতদেহ মহিলার পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে। ট্রাক্টর চালকের বিরুদ্ধে একটি খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

একটি দ্রুতগামী ট্রাক্টর দুটি বাইককে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় একটি বাইকে থাকা ৫৫ বছর বয়সী মহিলার মৃত্যু হয়। মৃতের নাম গিরিজাবাই (৫৫), তিনি অঙ্গনওয়াড়িতে কাজ করতেন। দুটি বাইকের মোট তিনজন আহত হন।

পুলিশের এসআই আরকে কাকোদিয়া জানিয়েছেন , শনিবার সন্ধ্যায় তালেন রোডে অবস্থিত মনপুরাগুজরাটি জয়েন্টের কাছে একটি দ্রুতগামী ট্রাক্টর একের পর এক বাইককে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে, তিনজন আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর ট্রাক্টর চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ অজ্ঞাত পরিচয় চালকের বিরুদ্ধে ২৭৯, ৩৩৭, ৩০৪ এ ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

রানি লক্ষ্মীবাঈকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান যোদ্ধা রানি লক্ষ্মীবাইকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করে রানী লক্ষ্মীবাইকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তিনি এক্স-এ রবিবার লিখেছেন, ' ভারতীয় নারী শক্তির বীরত্বের প্রতীক রানি লক্ষ্মীবাঈকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।বিদেশি শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার সাহসিকতা, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কাহিনী দেশের প্রতিটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এসটিএফের হাতে গ্রেফতার দুই মাও নেতা, উদ্ধার পিস্তল ও বুলেট

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের সুতিতে তল্লাশি চালিয়ে দুই মাওবাদী নেতা মন্টু মল্লিক ও প্রতীক ভৌমিককে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ৭.৬২ পিস্তল ও ৬টি বুলেট।

বাংলাদেশ সীমান্তে 'মাও করিডর' তৈরি করেছিল ঝাড়খণ্ডের মাওবাদীরা। সাতমাস আগে মাওবাদী নেতা প্রদীপ মণ্ডল ওরফে 'ডাক্তার'কে গ্রেফতার করে আরও কয়েকজন মাওবাদী নেতার বিষয়ে তথ্য পান কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা। সেই সূত্র ধরেই এই গ্রেফতার।

এসটিএফের সূত্র জানিয়েছে, সূত্র মারফৎ গোয়েন্দাদের কাছে খবর আসে যে, শনিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের সুতি এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে একটি গোপন আস্তানার দিকে যাচ্ছে দুই মাওবাদী নেতা। সেই খবরের ভিত্তিতেই পুলিশ সুতিতে হানা দেয়। সুতির আহিরহাট গ্রাম দিয়ে বাইকে করে যাওয়ার সময় অস্ত্র-সহ মন্টু ও প্রতীককে এসটিএফ গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে বাইক ও ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

সূত্রের খবর, ধৃতদের মধ্যে মন্টু মল্লিক ওরফে রবি ওরফে ভজা দক্ষিণ শহরতলির সরশুনা এলাকার পাড়ুইপাড়া রোডের বাসিন্দা। প্রতীক ভৌমিক ওরফে কাঞ্চন ওরফে সাগর ওরফে অসীমের বাড়ি নদিয়ার ধানতলায়। এর আগেও প্রতীক কলকাতা পুলিশের এসটিএফের হাতে অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার হয়েছিল। তখন গোয়েন্দাদের সন্দেহ হয় যে, ওই যুবক মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এই ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ তখন পাননি গোয়েন্দারা। তাই তার উপর ছিল গোয়েন্দাদের নজর। তার উপর টানা নজরদারি ও তার মোবাইলের সূত্র ধরে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হন যে, ঝাড়খণ্ড ও এই রাজ্যের মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত প্রতীক।

শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে আর্থমুভারের ধাক্কায় মৃত কনস্টেবলের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা মুখ্যমন্ত্রীর

বালুরঘাট, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে আর্থমুভারের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল কর্তব্যরত কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল সন্দীপ বর্মনের। মৃত কনস্টেবলের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ত্রান তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা সহায়তাও করা হয় মৃত কনস্টেবলের পরিবারকে।

রবিবার মৃতের গ্রামের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম থানার গোপালবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সেঁওয়াই গ্রামে গিয়ে ওই চেক তুলে দেওয়া হয় মৃতের পরিবারের হাতে। চেক তুলে দেন মালদা রেঞ্জের ডিআইজি প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করে স্ত্রীকে একটি চাকরির আর্জিও জানানো হয়েছে পরিবারের তরফে।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ নভেম্বর কালীপুজোর বিসর্জনে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় কলকাতার নিমতলা ঘাটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। বিসর্জনের সময় এক শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু হয় কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল সন্দীপ বর্মনের। বাচ্চাটিকে বাঁচাতে যাওয়া ওই পুলিশ কর্মীকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে কাঠামো সরানোর কাজ করা একটি আর্থমুভার। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

কম্বল নিয়েই গড়ফা থানায় হাজির নওশাদ সিদ্দিকী

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : পুলিশ নোটিস দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে। রবিবার রাতে কম্বল নিয়েই গড়ফা থানায় হাজির হলেন নওশাদ সিদ্দিকী। নওশাদের বক্তব্য, "জয়নগরের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়। বিরোধীরা যখন জয়নগরে সক্রিয় হচ্ছে, তখন নোটিস দিয়ে ডাকা হচ্ছে। কম্বল নিয়ে এসেছি। বিশ্বাস তো নেই এদের। ঠান্ডার মরসুম। ঠান্ডাতে আমি একটু দুর্বল। যদি রাখে থেকে যাব। কম্বল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি একদম।"

প্রসঙ্গত, গড়ফা থানায় কিছুদিন আগেই নওশাদ সিদ্দিকীর গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। বিধায়কের গাড়ি অন্য একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে গড়ফা থানায় ডেকে পাঠানো হয়। বলা হয়েছিল, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে থানায়। যদিও নওশাদ পাল্টা ইমেল করেন গড়ফা থানায়। জানিয়ে দেন, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তিনি থানায় যেতে পারবেন না। আগাম কর্মসূচি ঠিক করে রাখায় সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিলেন নওশাদ। তবে একইসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, তিনি উপস্থিত হবেন। সেইমতোই রবিবার সন্ধ্যায় গড়ফা থানায় যান।

কম্বল নিয়েই গড়ফা থানায় হাজির নওশাদ সিদ্দিকী

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : পুলিশ নোটিস দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে। রবিবার রাতে কম্বল নিয়েই গড়ফা থানায় হাজির হলেন নওশাদ সিদ্দিকী। নওশাদের বক্তব্য, "জয়নগরের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়। বিরোধীরা যখন জয়নগরে সক্রিয় হচ্ছে, তখন নোটিস দিয়ে ডাকা হচ্ছে। কম্বল নিয়ে এসেছি। বিশ্বাস তো নেই এদের। ঠান্ডার মরসুম। ঠান্ডাতে আমি একটু দুর্বল। যদি রাখে থেকে যাব। কম্বল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি একদম।"

প্রসঙ্গত, গড়ফা থানায় কিছুদিন আগেই নওশাদ সিদ্দিকীর গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। বিধায়কের গাড়ি অন্য একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে গড়ফা থানায় ডেকে পাঠানো হয়। বলা হয়েছিল, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে থানায়। যদিও নওশাদ পাল্টা ইমেল করেন গড়ফা থানায়। জানিয়ে দেন, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তিনি থানায় যেতে পারবেন না। আগাম কর্মসূচি ঠিক করে রাখায় সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিলেন নওশাদ। তবে একইসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, তিনি উপস্থিত হবেন। সেইমতোই রবিবার সন্ধ্যায় গড়ফা থানায় যান।

ছটপুজো উপলক্ষ্যে উদ্দীপনা তুঙ্গে আলিপুরদুয়ারে, ৪০০ ঘাট তৈরি ডিমডিমা নদীতে

আলিপুরদুয়ার, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): ছটপুজো উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার এথেলবাড়িতে উৎসাহ উদ্দীপনা তুঙ্গে পুণ্যার্থীদের মধ্যে। ডিমডিমা নদীর ঘাটে ৪০০টি ঘাট তৈরি করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই এথেলবাড়ি চৌপতি থেকে ডিমডিমা নদীর ঘাট পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়েতে ধুলো জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকরা কাজে নেমে পড়েন। সাফাই অভিযান চালানো হয় খগেনহাট রোডেও। এদিন এথেলবাড়িতে সকাল বেলা শেষ মুহূর্তে কেনাকাটা করেছেন পুন্যার্থীরা। মূলত ফল বিক্রি হয়েছে। ছটপুজোর জন্য ফলের দাম বেড়েছে। পুজো কমিটির সভাপতি রাজেশ সিং জানান, এথেলবাড়িতে প্রতি বছর পুণ্যার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মানুষের মধ্যে এই উৎসবকে ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে।

জগদ্ধাত্রী পুজোর আলো ঠিক করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ছাত্রেব

নদিয়া, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে বাড়িতে জ্বালানো আলো ঠিক করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু একাদশ শ্রেণির ছাত্রের। নদিয়ার তেহট্টের হাউলিয়ায় এ নিয়ে নেমেছে শোকের ছায়া।

মৃত বছর সতেরোর সায়ন দাস বৈরাগ্য। তেহট্টের হাউলিয়া মোড় এলাকার বাসিন্দা সে। জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে আলো দিয়ে বাড়ি সাজিয়েছিল একাদশ শ্রেণির ছাত্র। গত শনিবার রাতে বাড়ির ছাদে আলো ঠিক করছিল সায়ন। সেই সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সে। অসুস্থ অবস্থায় মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ে স্কুলছাত্র।

সায়ন অসুস্থ হয়ে পড়ার পরই হইচই শুরু হয়। পরিবারের সদস্যরা দেখতে পেয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ওই স্কুলছাত্রকে উদ্ধার করে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সায়নের। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গোটা পরিবারে শোকের ছায়া। চোখের জল বাঁধ মানছে না তার পরিজনদের। মন ভালো নেই প্রতিবেশীদেরও।

উৎসবের মরশুমে এনএফ রেলের আরও কয়েকটি একমুখী স্পেশাল ট্রেন

গুয়াহাটি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের সুবিধার্থে আরও কয়েকটি একমুখী স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এ-সব উৎসব স্পেশাল ট্রেনগুলি গুয়াহাটি-যোধপুর এবং শিলচর-উধনা রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে চালানো হবে।

এই খবর দিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, ট্রেন নম্বর ০৫৬৯৭ গুয়াহাটি-যোধপুর স্পেশাল ২১ নভেম্বর ১১.১৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওয়ানা দিয়ে ২৩ নভেম্বর ০৪.৩০ ঘণ্টায় যোধপুর পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটি রঙিয়া, নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার, খাগারিয়া, মোকামা, পাটনা, কানপুর সেন্ট্রাল, আগরা ফোর্ট, জয়পুর, মাকরানা জংশন হয়ে চলবে। এই স্পেশাল ট্রেনে যাত্রীদের সুবিধার্থে ২-টিয়ার, ৩-টিয়ার ইকোনমি, স্লিপার ক্লাস এবং জেনারেল সিটিং থাকবে।

তিনি জানান, আরেকটি স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৫৬৮০ শিলচর-উধনা ২১ নভেম্বর ১০.৩০ ঘণ্টায় শিলচর থেকে রওয়ানা দিয়ে ২৩ নভেম্বর ১৪.৫০ ঘণ্টায় উধনা পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটি গুয়াহাটি, চাংসারি, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার, খাগারিয়া, হাজিপুর, দানাপুর, মির্জাপুর, সাতনা, ইতারসি, জলগাঁও হয়ে চলবে। এই স্পেশাল ট্রেনে যাত্রীদের সুবিধার্থে ২-টিয়ার, ৩-টিয়ার, স্লিপার ক্লাস এবং জেনারেল সিটিং থাকবে।

এই রুটগুলিতে চলাচলকারী অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ভ্রমণের জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। এই উৎসব স্পেশাল ট্রেনগুলির বিশদ বিবরণ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রা করার আগে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন এনএফ রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

বীরভূমে গাছ থেকে উদ্ধার দুই নাবালকের ঝুলন্ত দেহ

সিউড়ি, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : বীরভূমের সিউড়ি থানার মল্লিকগুন বাইপাসের কাছে গাছ থেকে উদ্ধার দুই নাবালকের ঝুলন্ত দেহ। রবিবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর কারন নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার।

জানা গিয়েছে, মৃতদের একজনের নাম সঞ্জয় ঘোষ। বয়স ১৮ বছর। অপরজন সাধু কাহার। তার বয়স ১৫ বছর। সিউড়ি থানার অন্তর্গত মল্লিকগুনের বাসিন্দা তারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বরাবর একইসঙ্গে থাকত দুই নাবালক। দিনভর নেশা করত বলে অভিযোগ। রবিবার সকালে বাড়ি থেকে বের হয় দুই নাবালক। তার পর দীর্ঘক্ষন পেরিয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেনি তাঁরা। পরিবারের লোকেরা খোঁজখবর শুরু করে। সেই সময় এলাকার একটি গাছে মেলে দুই নাবালকের ঝুলন্ত দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। দেহ উদ্ধার করে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের সদস্যরা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্বাভাবিক, জানাল দপ্তর

● **প্রথম পাতার পর** দপ্তর সুত্রে জানানো হয়েছে। বাদবাকি ১৫৩ টি অভিযোগ এর ক্ষেত্রে দপ্তরের কর্মীরা প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন, যাতে করে রাতের মধ্যেই এই ত্রুটিও সারাই করে ফেলা যায়।

জিরানিয়া বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন জিরানিয়া, মান্দাই, চম্পকনগর, খুমুলুম, এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়েছে মিধিলি ঝড়ে। তবে ঐদিন রাতেই জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েত এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যায়। পরদিন স্থানীয় শ্রমিক সহযোগে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা গোটা এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করে ফেলেন। এখানে হাসপাতাল সহ অন্যান্য জরুরি পরিষেবা প্রথম থেকেই সচল ছিল বলে জানিয়েছে দপ্তর। এখানে বিদ্যুৎ পরিষেবায় কোন আঘাত আসেনি।

মোহনপুর বিভাগে মিধিলি ঝড়ের তাণ্ডবে বামুটিয়া এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৩৩ কেভি, ১১ কেভি এবং এল টি লাইন।

বিশালগড়ে মিধিলি ঝরে ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গোকুলনগর এর ৬৬ কেভি সাবস্টেশন. একইভাবে জাঙ্গালিয়া এলাকার ৩৩ কেভি সাব স্টেশনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মিথিলি ঝড়ে এখানকার ১৮টি এইচটি লাইনের খুঁটি, ৫১ এলটি লাইনের খুটি ভেঙ্গে পড়ে। এই এলাকার ৬৭ কিলোমিটার তার ছিড়ে যায়। ছয়টি ট্রান্সফর্মার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে কারণে বিশালগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। তবে ১৮ তারিখ বিকাল থেকেই পরিস্থিতি ক্রমে স্বাভাবিক হতে শুরু করে। আজ গোটা এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায় বলে জানিয়েছে দপ্তর।

পাশাপাশি সারা রাজ্যেই মিধিলি ঝড়ে বিঘ্নিত বিদ্যুৎ পরিষেবা ইতিমধ্যেই স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানিয়েছে দপ্তর।

নেশা সামগ্রী উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**কালোবাজারী মুল্য অনুমানিক এক কোটি টাকার মত হবে। এতে আটক করা হয়েছে লরি চালককে। তার নাম চেনা রাম।বাড়ি রাজস্থানে। ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এসব নেশা সামগ্রী ত্রিপুরায় পৌছে পরে হাত বদল করে বাংলাদেশে পাচার হয়। সেদেশের বড় বড় শহরে বিশেষ করে গন্ধবিহীন মাদকের দাম আঁকাশছোঁয়া। ভারতের বাজারে নেশা জাতীয় কফ সিরাফের দাম তিন থেকে চারক্রশ টাকার মধ্যে হলেও বাংলাদেশে প্রতি বোতল নেশা জাতীয় কফ সিরাফের দাম নেওয়া হয় প্রায় এক হাজার টাকা করে।

বিদ্যুতের ছোঁবলে আহত শ্রমিক

● **প্রথম পাতার পর** হয়েছে ঠিকাদার এবং শ্রম দপ্তরের দিকে।

পেটের দায়ে প্রতিদিন বহু শ্রমিক এভাবে জীবন বাজি রেখে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে তাদের সুরক্ষার বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়না। যার ফলে প্রায়শই জীবনহানি হয় শ্রমিকদের।

পালন করল কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর** পরে গান্ধীঘাটস্থিত শহীদবেদিতে সকল নেতৃত্ব সহ সমস্ত স্তরের নেতাকর্মীরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর স্থানীয় গান্ধীঘাট সহ সংশ্লিষ্ঠ এলাকায় নেতৃবিন্দ সহ সকলে বৃক্ষরূপন করেন। এই দিনটিতে সংহতি দিবস উপলক্ষে দলীয় কার্যালয়গুলিতে কর্মসূচি উদযাপনের পাশাপাশি রাজ্যের সর্বত্র দলীয় নেতৃবৃন্দ সহ কর্মীরা সেখানে বৃক্ষরূপন কর্মসুচিতে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল ও খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে রোগী রোগীনীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করেন ও পাবিয়াছড়াতে অনাথ আশ্রমে আবাসিকদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা সহ নানা কর্মসূচি প্রতিপালন করা হয়।

আজ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১০৬ তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস কমিটি। প্রথমে কৈলাশহর জেলা কংগ্রেস ভবনের সামনে জাতীয় পতাকা এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। তারপর কৈলাশহর পাইতুরবাজার এলাকায় ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মোঃ বদরুর জ্জামান, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য রুনু মিয়া, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য চন্দ্রশেখর সিনহা, কংগ্রেস দলের অন্যতম নেতা তপন দাস, হদিস মিয়া, প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শাহজান মিয়া, সহ এক ঝাঁক কংগ্রেস দলের নেতৃত্বরা।

যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১০৬ তম জন্মদিন পালন করা হয়েছে কল্যাণপুর কংগ্রেস ভবনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সাধন চন্দ্র মল্লিক, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ চন্দ, প্রাক্তন খোয়াই জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিক্রম কিশোর সিনহা, যুব নেতা কার্তিক দেবনাথ, তরণী দেববর্মা, প্রশান্ত দেব সহ ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি উদ্ধব বিশ্বাস প্রমুখ। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে সকলে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এদিন। কল্যাণপুর কংগ্রেস ভবনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা বলেন সত্যি অর্থেই এশিয়ার মুক্তি সূর্য ছিলেন ইন্দিরাজি। তিনি দেশকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। রোটি কাপড় আর বাসস্থান এর স্লোগান তিনিই তুলেছিলেন। আজ যা হচ্ছে তার অধিকাংশ ইন্দিরা গান্ধীর আমলের ফসল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে কল্যাণপুর ব্লক কংগ্রেস কিছু কর্মসূচী ও এদিন পালন করে। কংগ্রেস ভবন ছাড়াও রামকৃষ্ণ আশ্রম, রামঠাকুর আশ্রম, অনুকূল চন্দ্রের আশ্রমে সকলে বৃক্ষ রোপন করেন। এছাড়াও কল্যাণপুর হাসপাতাল এর সমস্ত রোগী ও স্বাস্থ্য কর্মী দের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে।

নানা জগদ্ধাত্রী পুজো

● **আটের পাতার পর** জয়ন্তী বর্ষের থিম 'আস্তিক'। পিতলের প্রদীপ, বেলপাতা, পিলসুজ, ধূপদানি, হাতপাখা দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। পুজোর উদ্যোক্তা দেবসদয় কুণ্ডু বলেন, 'ঈশ্বরের আরাধনায় ব্যবহৃত সামগ্রী ও পুজোর উপকরণ দিয়ে মণ্ডপ সাজানো হয়েছে।'

চন্দননগর কানাইলাল পল্লী সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির থিম ভাবনায় রাখা হয়েছে দায়বদ্ধতাকে। তারা মনে করেন, দায়বদ্ধ তারা মানুষের কাছে, নবজাতকের কাছে। সবুজায়নকে ধ্বংস করে যেভাবে চারিদিকে কংক্রিটের জঙ্গল গড়ে উঠছে তাতে প্রকৃতি রুষ্ট হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিও বুঝিয়ে দিতে চাইছে প্রকৃতির ভারসাম্যকে বজায় রাখতে হবে। যদিও চন্দননগরের প্রতিমা ডাকের সাজের জন্য বিখ্যাত। তাই থিম পুজোর সঙ্গে প্রতিমাতে সাবেকিআনার ট্র্যাডিশনকেই ধরে রেখেছে পুজো উদ্যোক্তারা।

৫১ বছরে সাবিনাড়া জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির ভাবনা 'কখনও তন্বী, কখনও অগ্নি'। পুজো কমিটির সভাপতি প্রশান্ত সাহা বলেন, 'কন্যা ভ্রুণ যেন হত্যা করা না হয় সেই ভাবনা থেকেই আমাদের এ বারের পুজো।' ভদ্রেশ্বরের বাবুরবাজার সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নীলমণি ভড় জানান, 'পুজোর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে বছরে আমাদের থিম রাজস্থানের লোকনৃত্য ঘুমর।' রাজস্থানি প্রাসাদের আদলে তৈরি মণ্ডপের সামনে রয়েছে লোকশিল্পীদের মাটির মডেল।

ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলঃ সেক্টর সদর দপ্তর বিএসএফ তেলিয়ামুড়া

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

১. পরিষেবার অযোগ্য দোকানের একটি পবালিক নিলাম অর্থাৎ প্রভিশনিং, এমটি (খুচরা যন্ত্রাংশ, যানবাহনের সরঞ্জাম, টায়ার, টিউব, ফ্ল্যাপ এবং ব্যাটারি), এসএমটি ওয়ার্কশপ (যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম), ইঞ্জিঃ (ইলেকট্রিক/সিভিল), কমন, হাসপাতাল, সেক্টর সদর দপ্তর বিএসএফ তেলিয়ামুড়ার কল্যাণ অনুদান/ফান্ড স্টোরে আগামী ২৯.১১.২০২৩ তারিখে সকাল ১১ টায়, সেক্টর বিএসএফ খাসিয়ামঙ্গল, তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), পিন কোড- ৭৯৯২০৫-এ অনুষ্ঠিত হবে।
২.সমস্ত যোগ্য এবং আগ্রহী দরদাতা উপরে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
৩. ওইদিনে ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো বন্ধ/ধর্মঘটের ডাক দিলে, পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে।
৪. সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের নিলাম শুরু হওয়ার অন্তত এক ঘন্টা আগে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, সেক্টর সদর দপ্তর বিএসএফ, তেলিয়ামুড়া-তে নিজেদেরনাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং টাকা জমা দিতে হবে ৫০০০০ টাকা শুধুমাত্র বায়না হিসাবে। যা নিলাম পদ্ধতি চূড়ান্ত করার পর ফেরত/সামঞ্জস্য করা হবে।
৫. প্রত্যেক দরদাতাকে অবশ্যই তাদের প্যান কার্ড এবং আধার কার্ডের সাথে শেষ আয়কর রিটার্নের প্রমাণ সাথে আনতে হবে, যা নিলামের অন্তত এক ঘন্টা আগে অফিসার বোর্ডের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হবে।
৬.সমস্ত দরদাতারা সেক্টর সদর দপ্তর বিএসএফকে রিপোর্ট করবে খাসিয়ামঙ্গলের তেলিয়ামুড়াতে, ২৯/১১/২০২৩ তারিখে সকাল সাড়ে ৯ টায় তাদের নাম নথিভুক্ত করতে এবং বায়না অর্থ জমা করা এবং নথি যাচাইকরনের মতো অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে।
৭. সর্বোচ্চ দরদাতাকে নিলামের পরিমাণের মূল্য ওই নিলামের স্থানেই প্রেরন করতে হবে, তার সাথে জিএসটি চার্জ যুক্ত হবে।
৮. চূড়ান্ত দরদাতার যদি নিলাম মূল্য ঘটনাস্থলে জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে তার বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. সর্বোচ্চ দরদাতা তার নিজস্ব ব্যবস্থায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোকানগুলো তুলে নেবেন।
১০. নিলাম করা দোকানগুলি বহন করার জন্য সেক্টর সদর দপ্তর দ্বারা কোনও পরিবহন সরবরাহ করা হবে না।
১১. ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, সেক্টর সদর দপ্তর বিএসএফ, তেলিয়ামুড়া কোনো কারণ ছাড়াই চূড়ান্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সমস্ত অধিকার রাখেন।
১২. বিভাগীয় নিয়ম ও কানুন অনুযায়ী এই নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
১৩. অন্যান্য কোনো শর্তাবলী থাকলে সেটি নিলামের সময় ঘোষণা করা হবে।
১৪. প্রত্যেক দরদাতার অবশ্যই জিএসটি রেজিস্ট্রেশন কপি থাকতে হবে। জিএসটি রেজিস্ট্রেশন কপি ছাড়া নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না।
১৫. শুধুমাত্র প্রকৃত মালিক নিলামে অংশ নিতে পারবেন। নিলামের স্থানে ক্যাম্পাসে অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

(সুনীল কুমার)
ডেপুটি কমান্ডেন্ট (এমটি)
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের জন্য
এসসি বিএসএফ তেলিয়ামুড়া

No.৮৬২১/Prov/SHQ TLM/ Auction/২৩/
তারিখ ....নভেম্বর ২০২৩
cbc-19110/11/0096/2324

াঙ্গন

অনূর্ধ-১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেট : ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে সৌরাষ্ট্রেও পর্যুদস্ত ত্রিপুরা

সৌরাষ্ট্র-১৫৩/৪ ত্রিপুরা-৯২/৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। দ্বিতীয় ম্যাচেও হারলো ত্রিপুরা। তবে রবিবার অনেকটা লড়াই করার মানসিকতা দেখালো ত্রিপুরার দিপীকা পাল-রা। অনূর্ধ-১৫ বালিকাদের জাতীয় ক্রিকেটে। ভিলাই এর বি এস পি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৬১ রানে। সৌরাষ্ট্রের গড়া ১৫৩ রানের জবাবে ত্রিপুরা ৯২ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন শুরুতে কিন্তু ভালো জায়গায় ছিলো ত্রিপুরা। মাত্র ১১ রানে তুলে নিয়েছিলো বিপক্ষের ৩ উইকেট। এরপরই শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার অভাবে পিছিয়ে পড়ে রাজ্যদল। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে সৌরাষ্ট্র নির্ধারিত ৩৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রান করে। নন্দিতা দাসের দাপটে দলীয় ১১ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর সৌরাষ্ট্রের হযে রুখে দাড়ায় দলনায়িকা অ্যাঞ্জেল এবং ক্রিসতাস।

অনূর্ধ ১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেট : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
হরিয়ানা	২	২	০	০	৪.১৪৩	৮
মধ্য প্রদেশ	২	১	১	০	০.৪২৩	৪
সৌরাষ্ট্র	২	১	১	০	-০.৫০০	৪
উত্তরাখন্ড	২	১	১	০	-০.৮৮৬	৪
কেরালা	২	১	১	০	-১.৪০০	৪
ত্রিপুরা	২	০	২	০	-১.৯৪৫	০

চতুর্থ উইকেটে দুজন ১৬৩ বল খেলে ১৩৬ রান যোগ করে দলের স্কোরকে ভদ্রস্থ করে। অ্যাঞ্জেল ৯৮ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৭ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া ক্রিসতাস ৭৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায।এ ৫৪ রান করে।

ত্রিপুরার পক্ষে নন্দিতা দাস ২১ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরা নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৯২ রান করতে সক্ষম হয়। রাজ্যদলের পক্ষে দিপীকা পাল ৭১ বল খেলে ১টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং অমৃতা দাস ৫৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে। ওই দুজন ছাড়া ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান রুখে দাড়াতে পারেনি।

সৌরাষ্ট্রের পক্ষে আহেরি ১৭ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করে। আসরে দুই ম্যাচ খেলে দুটিতেই পরাজিত হয় ত্রিপুরা। ২১ নভেম্বর নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে উত্তরাখন্ডের বিরুদ্ধে।

কোচবিহার ট্রফি : প্রথম ম্যাচেই চন্ডিগড়ের কাছে ইনিংসে হার ত্রিপুরার

ছত্তিশগড়- ৪৯১/৬ (ডি:) ত্রিপুরা- ৯০, ১৬৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। চারদিনের ম্যাচ শেষ পৌনে তিন দিনে। প্রত্যাশিতভাবেই পরাজিত হলো ত্রিপুরা। ইনিংস এবং বিশাল ২৩৬ রানে। অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটে। ছত্তিশগড়ের সেক্টর ১৬ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ২২ গজে কার্যত লুটিয়ে পড়লেন ত্রিপুরার ব্যাটসম্যান-রা। ব্যর্থ হলেন মরশুমের প্রথম ম্যাচের দুই ইনিংসেও। ছত্তিশগড়ের গড়া ৪৯১ রানের জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে মাত্র ৯০ রান করতে সক্ষম হয়। ৪০১ রানে পিছিয়ে থেকে ফলোয়নে খেলতে নেমে ১৬৫ রান করতে সক্ষম হয় ত্রিপুরা।

বিজয়ী দলের স্পেনার নিখিল দুই ইনিংসে মোট ১০ উইকেট নিয়ে ত্রিপুরার মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেন। ২৪-২৭ নভেম্বর ত্রিপুরা দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বিদর্ভ-র বিরুদ্ধে। নাগপুরে হবে ম্যাচটি। দ্বিতীয় দিনের ৬ উইকেটে ৬৬ রান নিয়ে খেলতে নেমে ত্রিপুরা রবিবার আরও ২৪ রান যোগ করার ফাঁকে শেষ ৪ টি উইকেট হারায়। ত্রিপুরার পক্ষে প্রীতম দাস ৯২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। ছত্তিশগড়ের পক্ষে নিখিল ২৩ রান দিয়ে ৬ টি এবং নিযুক্ত বিরলা ৯ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন।

৪০১ রানে পিছিয়ে থেকে ফলোয়নে খেলতে নেমে ত্রিপুরা ৫৬.৫ ওভার ব্যাট করে ১৬৫ রান করতে সক্ষম হয়। ওপেনার দীপঙ্কর ভাটনাগর দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ হওয়ায় শুরুতেই চাপে পড়ে যায় ত্রিপুরা।

রাজ্যদলের পক্ষে দলনায়ক দ্বীপজয় দেব ৯৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪, বিশাল সিনহা ২৪ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ (অপ:),দেবাংশু দত্ত ৯৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, প্রীতম দাস ৩৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং অর্কজিৎ রায় ১৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। ছত্তিশগড়ের পক্ষে নিখিল ৩৬ রান দিয়ে ৪ টি, পরশ ২৮ রান দিয়ে ৩ টি এবং নিযুক্ত বিরলা ৪১ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। ত্রিপুরা পরাজিত হয় ইনিংস এবং ২৩৬ রানে। মরশুমের প্রথম ম্যাচে পরাজয়ের ফলে মানসিকভাবে অনেকটা পিছিয়ে পড়লেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। ওই অবস্থায় মরশুমের দ্বিতীয় ম্যাচে বিদর্ভের বিরুদ্ধে কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারবেন দ্বীপজয়-রা তা নিয়ে দেখা দিয়েছে দুশ্চিন্তা। আসরের দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে নাগপুরে। গ্রুপের অপর খেলায় মুম্বাই ইনিংস সহ ১২ রানের ব্যবধানে গোয়াকে পরাজিত করেছে।

রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার কমিটি পুনর্গঠিত হলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। আজ, রবিবার স্থানীয় এক অভিজাত হোটেলে রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশনের গভর্নিং বডির সকল সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করেছেন। পুনর্গঠিত কমিটিতে সভাপতি পাপিয়া দত্ত, সম্পাদক বিশ্বেশ্বর নন্দী, কোষাধ্যক্ষ গৌতম সাহা মনোনীত হয়েছেন। এছাড়া, সহ-সভাপতি হিসেবে দীপা কর্মকার, বিজন সাহা, বিষ্ণুপদ সাহা, বলরাম শীল ও রথীন্দ্র কুমার রায় মনোনীত হয়েছেন। জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে বিমল ভৌমিক, দিবাকর ভট্টাচার্য, অপু রায় এবং অফিস সেক্রেটারি ও পাবলিসিটি সেক্রেটারি হিসেবে যথাক্রমে সুজিত কুমার দত্ত ও অনুপ কুমার সাহা মনোনীত হয়েছেন। পুনর্গঠিত কমিটির পক্ষ থেকে এ খবর জানানো হয়েছে।

মিস্টার ত্রিপুরা খেতাব সুতীর্থ, দ্বৈপায়নের বডিবিল্ডিং, ম্যান ফিজিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। দ্বৈপায়ন দে পেয়েছে এবারকার 'মিস্টার ত্রিপুরা' সম্মান। সিনিয়র বিভাগে।

তবে জুনিয়র বিভাগে 'মিস্টার ত্রিপুরা'র খেতাব পেয়েছে সুতীর্থ সাহা। এছাড়া সিনিয়র ক্যাটেগরির ৫৫ কেজি বিভাগে শুভম সাহা, গোবিন্দ আচার্য, বিজয় সাহা; ৬০ কেজি বিভাগে দ্বৈপায়ন দে, ঋষব বাসফোর, শমীক দাস; ৬৫ কেজি বিভাগে জয়দীপ রায়, আশিক দেববর্মা, স্বরাজ গৌড়; ৭০ কেজি বিভাগে শুভঞ্জন দাস, থুইপলাইয়া কাপলাত, সৌরভ পাল; ৭৫ কেজি বিভাগে রাহুল সাহা, কৌশল নাগ, প্রশান্ত সাহা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। জুনিয়র ক্যাটেগরিতে ৫৫ কেজি বিভাগে শ্রীকান্ত দাস, জুয়েল দেববর্মা, বিশাল দাস; ৬০ কেজি বিভাগে কিষান জমাতিয়া, প্রীতম দাশগুপ্ত, রাজু দেবনাথ; ৬৫ কেজি বিভাগে রাজীব দত্ত, সুনীল মগ, রাজু দেববর্মা; ৭০ কেজি বিভাগে সুতীর্থ সাহা, অভিজিৎ শর্মা, বর্ণজিৎ ঘোষ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলায় নজরুল কলাক্ষেত্রে, শনিবার, প্রথমবারের মতো মিস্টার ত্রিপুরা ২০২৩ বডিবিল্ডিং এন্ড ম্যান ফিজিকস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা রাজ্য থেকে প্রায় শতাধিক পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।

প্রতিযোগিতা মূলতঃ পুরুষ বিভাগের অনুষ্ঠিত হলেও মেয়েদের বিভাগের ক্ষেত্রে হয়েছে প্রদর্শনী মূলক।

বলা বাহুল্য, প্রতিযোগিতা ঘিরে আন্তর্জাতিক পুরুষ বডি বিল্ডার আরম্বাম ববি সিং ও জগন্নাথ খুন্তিয়া এবং আন্তর্জাতিক মহিলা বডি বিল্ডার সবিতা বানিয়া সহ আন্তর্জাতিক বিচারক মন্ডলীর একটি দলও এসেছিলেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী, মেয়র, বিধায়ক সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে সভাপতি তনয় কুমার দাস সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সরকারি মেডিক্যাল কলেজে রক্তদান শিবিরে পুর নিগমের মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ রেডিওগ্রাফারস এন্ড টেকনোলজিস্ট ও প্রফেশনাল রেডিওলজি এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা -র যৌথ উদ্যোগে আগরতলা গভমেন্ট মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় আজ। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন তিনি রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বলেন, উদ্যোক্তারা পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে। তারা সব সময় রক্তদানের মত সামাজিক কর্মসূচি সংঘটিত করে ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের সাম্যতা বজায় রাখে। এর জন্য রক্তদাতাদের বিশেষ করে ধন্যবাদ জানান মেয়র। এতক্ষণের রক্তদান শিবিরে সমাজের অন্যান্য সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ নভেম্বর।। ৭০তম অখিল ভারতীয় সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার পরিচালনায় এবং নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কো-অপারেটিভ উইক অবজারভেশন প্রিপার্টির কমিটির সহায়তায় আজ এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন ধর্মনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ১১ টায় রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। এদিন প্রধান অতিথির হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকার। মেডিকেল অফিসার ধর্মনগর মহকুমার হাসপাতাল ডক্টর শাওলীমা ঘোষ। গৌড় কান্তি গোস্বামী টিচার ইনচার্জ, ধর্মনগর সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

সভাপতিত্ব করেন অনিল দেববর্মা , ডেপুটি রেজিস্টার কোপারেটিভ সোসাইটির ,উত্তর ত্রিপুরা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সংস্থার সদস্য অমিত মল্লিক এবং সত্যজিৎ দেবনাথ। রক্তদান শিবিরে মোট ১৮ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন। প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় সংস্থার পক্ষ থেকে।

জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের উদ্যোগে ২৫ ডিসেম্বর র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। জনজাতির অংশের স্বার্থ সুরক্ষার তাগিদে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ। ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের তফসিলি জনজাতি সুবিধা বাতিল করার দাবি নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যেও জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্তের উদ্যোগে আগামী ২৫ ডিসেম্বর আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে এক বিশাল র‍্যালি এবং জনসভার আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। র‍্যালি এবং জনসভায় রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোকেরা অংশগ্রহণ করবে। রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলন করে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের সংযোজক শান্তি বিকাশ চাকমা।

তিনি বলেন, বিভিন্ন জেলা, ব্লক এবং গ্রাম থেকে আগত জনজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের প্রথমে তিন জায়গায় একত্রিত হবে, সেগুলি হল- উমাকান্ত ময়দান, ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ এবং রাধানগর বাস স্ট্যান্ড।

র‍্যালি শুরু হবে দুপুর বারোটায় এবং র‍্যালির শেষে জনসভা শুরু হবে দুপুর একটায়। প্রতিটি জনজাতি সম্প্রদায়ের নিজস্ব স্বাধীন কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও পরম্পরাগত রীতি নীতি রয়েছে।

আরো দাবি করা হবে, এই সমস্ত স্বাধীন রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির জন্য জনজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বাধীন ভারতে তফসিলি জনজাতি হিসাবে সাংবিধানিক সুবিধাও লাভ করে আসছেন। কিন্তু ধর্মান্তরন হলে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি নিজ সমাজের পরম্পরাগত রীতি নীতি পালন করে না। তাদের শর্ত অনুযায়ী সামাজিক রীতি নীতি ত্যাগ করতে হয়। কারণ ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। এই দেশে সব ধর্মেরই সমান মর্যাদা এবং পালন করার অধিকার রয়েছে। তিনি আরো বলেন, ধর্মান্তরন করে জনজাতি সমাজের পরম্পরাগত সামাজিক রীতি নীতি ও সংস্কৃতি অবলুপ্তি করছে। এবং যারা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে নিজস্ব পরম্পরাগত রীতি নীতি অনুসরণ করছে না তাদের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বলে জানান সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সংযোজক।

কংগ্রেস ও উন্নয়ন, একে অপরের শত্রু ছিল, তাই থাকবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

চুরু, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস সরকারের থেকে যত দূরে থাকবেন, রাজস্থানকে যত বেশি বাঁচাতে পারবেন, তাতে আপনাদেরই ভবিষ্যত সুরক্ষিত হবে।

রাজস্থানের জনগণের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, কংগ্রেস ও বিকাশ একে অপরের শত্রু ছিল এবং শত্রুই থাকবে। রবিবার রাজস্থানের চুরুর তারানগরে এক নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেসের লুটের লাইসেন্সের পুরো কাহিনী লাল ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ আছে এবং এখন ধীরে ধীরে লাল ডায়েরির পাতা খুলতে শুরু করেছে।

এখানে লাল ডায়েরির পাতা খোলে আর ওপাশে গেহলট জির ফিউজ উড়ে যায়, লাল ডায়েরিতে জাদুকরের জাদু দেখা যায়।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড এবং নতুন সাফল্য অর্জন করছে। যে কোনও ক্ষেত্রই ধরুন, ভারত বিস্ময়কর কাজ করছে।

চারিদিকে উৎসাহ আছে, আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে আমরা ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত করব।

বঙ্গে বিজেপি-র শীর্ষ নেতাদের জনসংযোগে

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার রাজ্য বিজেপি-র শীর্ষ নেতারা ক্রিকেট জ্বরের মধ্যেই বিভিন্ন জেলার পুজোয় ও সামাজিক কাজের জনসংযোগে নামেন। এই কারণে দিনভর ছিল তাঁদের ব্যস্ততা। দলের তরফে দেওয়া তালিকা অনুসারে একথা জানা গিয়েছে। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এদিন দুপুরে যান ভদ্রেশ্বরে (১ নম্বর ওয়ার্ডে) জে সি খান রোডে পুস্তক মেলা ও স্বাস্থ্যশিবিরের অনুষ্ঠানে। এর পর ২১ নম্বর ওয়ার্ডে মানকুণ্ডু নতুনপাড়া বারোয়ারি ও তার পর চন্দননগরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে সার্কাসমাঠ বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে। সন্ধ্যায় সুকান্তবাবু যান চন্দননগরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে লালবাগানআদি হালদারপাড়ায় এবং তার পর চন্দননগরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে হরিদ্রাডাঙা শীল বাগানে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে। এর মাঝে বিকেলে চন্দননগর নম্বর ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে গোন্দলপাড়া পিপাল ঘাটে তিনি যান ছট পুজোর সমাবেশে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন বিকেলে প্রথমে আসানসোলের নারায়ণকুদি ফুটবল মাঠে আসানসোলের কয়লাখনিতে মৃত শ্রমিকদের স্মরণসভায় অংশ নেন। এর পর যান দুর্গাপুরে স্বপ্ন উড়ানে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে। সাংসদ দিলীপ ঘোষ এদিন দুপুরে যান কেশিয়ারির জয়কৃষ্ণপুরে ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিশেষ অতিথি হিসাবে। বিকেলে প্রথমে যান খড়্গপুরের ইন্দায়, তার পর খড়্গপুরের সাউথ সাইডে আরপিএফ ব্যারাকে ছট পুজো ঘাটে। সন্ধ্যায় যান খড়্গপুরের স্টার ইউনিট ক্লাবে কালীপুজো উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল এদিন প্রথমে যান আসানসোলের নারায়ণকুদি ফুটবল মাঠে আসানসোলের কয়লাখনিতে মৃত শ্রমিকদের স্মরণসভায় অংশ নিতে। এর পর যান রানীগঞ্জের নারায়ণকুদি মথুরাচাঁদনি মন্দিরে সন্ধ্যা আরতিতে।দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য তথা বিধায়ক ডঃ অশোক চৌধুরী যান বালুরঘাটের বোল্লা মায়ের মন্দিরে পুজোয়। এর পর যান বালুরঘাটের আত্রেয়ী সদর ঘাটে ছট পুজোর সমাবেশ। দলের প্রাক্তন জাতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা বিকেলে প্রথমে বড়বাজারে কলাকার স্ট্রিটে, তার পর খিদিরপুর ডকে জুট মিল ঘাটে ছট পুজোর দুটি পৃথক সমাবেশে অংশ নেন। এদিন সকাল সাড়ে নটায় বাঁকুড়ার মাননীয় সাংসদ ড় সুভাষ সরকার ভৈরব স্থান মন্দিরে ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের জন্য পূজো দেন। ওই অনুষ্ঠানে সংসদের সঙ্গে বাঁকুড়ার বিধায়ক নিলাদ্রিশেখর দানা উপস্থিত ছিলেন।

টিভি-তে খেলার আকর্ষণ সত্ত্বেও চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর নানা মণ্ডপ জমজমাট

হুগলি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): রং বেরংয়ের বাহারি আলো, নজরকাড়া মণ্ডপ ও সাবেকি প্রতিমার আকর্ষণে পঞ্চমীতেই সেজে উঠেছে গঙ্গার পশ্চিম তীরের শহর চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর নানা মণ্ডপ। শনিবার সন্ধ্যা থেকেই ভিড় হচ্ছে মণ্ডপগুলোয়। রবিবার বিকেলে ও সন্ধ্যায় আশানুরূপ ভিড় না হলেও যথেষ্ঠ দর্শক এসেছেন। উদ্যোক্তাদের অনুমান বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা শেষের আগেই ফের ভিড় শুরু হবে।

অধিকাংশ বারোয়ারি মণ্ডপে প্রতিমা ও আলোকসজ্জার বৃত্ত সম্পূর্ণ হতেই শনিবার থেকেই পুজো প্রাঙ্গণে মানুষের আনাগোনা শুরু হয়। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা ও রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভিড় বাড়ে। দুর্যোগের মেঘ কেটে যাওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন উদ্যোক্তারা।

ষষ্ঠীর দিনটা রবিবার পড়ায় সে দিন থেকেই চন্দননগর জনজোয়ারে ভাসার কথা ছিল। কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, 'বিশ্বকাপের ফাইনাল রবিবার। তাই ছুটির দিন হলেও মানুষ খেলা দেখেছে। তবে এ দিন রাতেই মানুষের ঢল নামবে পুজো মণ্ডপে।'

দুর্গাপুজোর আদলেই স্পর্শ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবীণদের চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপ ঘুরিয়ে দেখায় পুলিশ কমিশনারেট। শনিবার প্রায় ৫৪ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে গাড়ি করে চন্দননগরের বিভিন্ন মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন করানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। রোজকার রুটিন জীবনের বাইরে বেরিয়ে পুলিশের এই উদ্যোগে সামিল হয়ে খুশি প্রবীণরা। মধ্যাহ্নভোজেরও ব্যবস্থাও ছিল তাঁদের জন্য।

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ শোক সর্বত্র

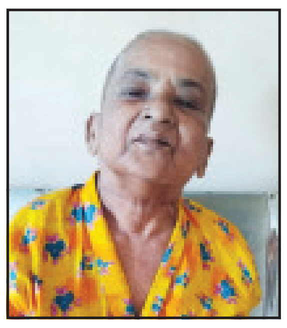

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। প্রয়াত হয়েছেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের পরিচালন কমিটির সদস্য তথা সাংবাদিক মিহির লাল সরকারের মাতা সুধা রানী সরকার। আজ রবিবার সকালে মেলাঘরের জুমের ঢেপাস্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও তিন কন্যা সহ বহু গুনমুগ্দ আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। সাংবাদিক মিহির লাল সরকারের মাতৃবিয়োগ গোটা সংবাদ মহল গভীরভাবে মর্মাহত। উনার আত্মার শান্তি কামনা করেছেন প্রত্যেকে। সাংবাদিক - এর মাতৃ বিয়োগে আগরতলা প্রেসক্লাব, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন সহ অন্যান্যরা শোক প্রকাশ করেছেন।

রবিবার টিজিটিএ'র উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক রক্তদান শিবিরের। ছবি- নিজস্ব।

নিখিল ভারতীয় সমবায়ের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ নভেম্বর।। আজ বেলা ১২ টা ৩০ মিনিট নাগাদ বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে ৭০ তম নিখিল ভারতীয় সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এই সভায় নারী যুবা ও দুর্বল তর শ্রেনীর মানুষের জন্য সমবায় সমিতির কাজ ঠিক প্রসঙ্গ ছিল তাই, তবে হ্যাঁ মিডিয়াকে আড়াল করে মহোৎসবে মাতলেন সমবায়ের সাথে জড়িত কর্তা ব্যক্তিরা, এই অখিল ভারতীয় সমবায় সপ্তাহ, গুটি কতক সদস্য সদস্যাদের নিয়ে বলা যায় হল শূণ্য ঘরে দুর্বলতর শ্রেণী ও মহিলা যুবাদের অংশগ্রহনের নামে জেলা ভিত্তিক সমবায় সপ্তাহ সারলেন উদ্যোক্তাগন অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, চেয়ারম্যান কো অপারেটিভ ব্যাংক - কমল কান্তি সেন ও বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, যাদের জন্য অনুষ্ঠান সেই যুবা, মহিলা ও দুর্বলতর শ্রেণীর লোকেদের কিন্তু তেমন দেখা যায় নি অনুষ্ঠানে , তাহলে স্লোগানোর আড়ালে এই অনুষ্ঠান কাদের জন্য,কার জন্য এতো ভুঁড়ি ভোজের আয়োজন, কার সুবিধা হলো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, আলোচনা চলছে সাধারণ জনগণের মধ্যে ,একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেলো অনুষ্ঠানের আড়ালে।

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন বামুটিয়া শাখার ১৬তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন বামুটিয়া শাখার ১৬তম সম্মেলন বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ১১টায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ ডাক্তার সংজ্ঞা মিত্রা করের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য তথা বামুটিয়া হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের প্রথম ফাউন্ডার চিকিৎসক বিধান গোস্বামী, তালতলা পঞ্চায়েত প্রধান নিয়তি দত্ত, অনুজ দেবনাথ।

প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ সূচনা করেছেন অতিথিবর্গ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডাক্তার খোকন রায়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন দুলাল পাল। বার্ষিক হিসাব নিকাশ পেশ করেন উত্তম দাস। সম্পাদকের প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন কুলচন্দ্র সিংহ। অনুজ দেবনাথ, বাদল চন্দ্র দাস, তুলসী ঘোষ বনিক সহ অন্যান্যরা। প্রধান অতিথি ডাক্তার বিধান গোস্বামী বলেন নেশা বিরোধী , এইডস রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা, চিকিৎসা শিবির, থেকে সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করা হবে। সম্মেলনে পুরানো কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে ১১ সদস্য নতুন কমিটি গঠন করা হয় কমিটির চেয়ারম্যান ডাক্তার সংঘা মিত্রা ধর,সহ চেয়ারম্যান ডাক্তার খোকন রায়, মিলন গুপ্ত। সম্পাদক দুলাল পাল সহ-সম্পাদক বাদল চন্দ্র দাস কোষাধ্যক্ষ নীলরতন সরকার। কমিটি অন্যান্য সদস্যরা হলেন বিশ্বনাথ বণিক,কুলচন্দ্র সিংহ, উত্তম দাস, সুভাষ পাল, গৌরী লোধ। অনুষ্ঠানে বামুটিয়া শাখার সমস্ত সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

বিমানবন্দরে ধুন্ধুমার, পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : কলকাতা বিমানবন্দরে কর্তব্যরত পুলিশ ও বিমান সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল এক পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে।

এডিজি (প্রভিশানিং) পদে কর্মরত আইপিএস অফিসার অনির্বাণ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। পুলিশের তরফে এনএসসিবিআই এয়ারপোর্ট থানায় এডিজির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনা বিমানবন্দর চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

পুলিশ ও বিমানবন্দর সূত্রে খবর, রবিবার দুপুরে দিল্লি যাওয়ার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে আসেন অনির্বাণবাবু। অভিযোগ কলকাতা বিমানবন্দরে ভিতরে কর্তব্যরত এনএসসিবিআই এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন তিনি। এমনকী কর্তব্যরত মহিলা পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করার অভিযোগ উঠেছে ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। বিমানবন্দর সূত্রের খবর, পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে বচসার পর অতিরিক্ত ওজনের (লাগেজ) বিভাগে নিয়ে যাওয়া নিয়ে কর্তব্যরত বিমান সংস্থার কর্মীদের সঙ্গেও তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে তিনি দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, সঙ্গে নিয়ে আসা অতিরিক্ত জিনিসের জন্য তিনি নির্ধারিত ফি দিতে রাজি হননি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পুলিশের পক্ষ থেকে এডিজিকে বিমান বন্দরের ভেতর থেকে বাইরে বের করে আনা হয়। তাঁকে আটক করা না হলেও তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

নাবালকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল ১৬ বছরের এ নাবালক। ঘটনাটি ঘটেছে আড়ালিয়া পালপাড়া এলাকায়। ঘটনায় শোকের ছায়া ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনাস্থলে কলেজ টিলা ফাঁড়ির পুলিশ উপস্থিত হয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ , আড়ালিয়া পালপাড়া এলাকার বাসিন্দা মন্টু দেবনাথের ছেলে মনিষ দেবনাথ প্রতিদিনকার মত শনিবার রাতে খাবার খেয়ে নিজ ঘরে ঘুমাতে জায়। তার মা শিখা দেবনাথ আশা কর্মী, বাবা মন্টু দেবনাথ গাড়ি চালক। আজ অর্থাৎ রবিবার সকালে তারা দুজনই নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে যান। তবে সকাল ৮টা নাগাদ মনিষের মা তাকে ডাকার জন্য তার ঘিরে প্রবেশ করে হতভম্ভ হয়ে পড়েন। ঘরের মধ্যে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করেন তিনি। খবর দেওয়া হয় পুলিশে, খবর দেওয়া

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাস বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৯ নভেম্বর।। মিধিলার প্রভাবে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে মোহনপুর মহকুমা এলাকায়।ধান সমেত সবজির ব্যাপক ক্ষতির ফলে মাথায় হাত চাষীদের। বিদ্যুৎ পরিবাহি তার ছিঁড়ে বাড়িঘরের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মাথায় হাত সাধারণের। মোহনপুর মহকুমা এলাকার হেজামারা আরডি ব্লক, মোহনপুর আর ডি ব্লক, বামুটিয়া আর ডি ব্লক, মোহনপুর পুর পরিষদ একায় ঝড় বৃষ্টির প্রভাবে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ধানের। ধান ঘরে তোলার আগেই ঝড় বৃষ্টির কারণে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে সমস্ত ধান। এছাড়া ফুল কফি, ছিম সহ বিভিন্ন সবজির ক্ষেত্রে বেশ ক্ষতি হয়েছে। হেজামারা ব্লক এলাকার প্রত্যন্ত এলাকাতে বাঁশ বেতের তৈরি ঘর ভেঙে লুটিয়ে পড়েছে। এলাকার বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো পরিদর্শন করেছেন। তিনি দাবি করেন যে সমস্ত পরিবার এই ঝড়-বৃষ্টি কারণে প্রতি সম্মুখীন হয়েছে তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসুক প্রশাসন।

গোটা মহকুমা এলাকাতে শুক্রবার থেকেই বিদ্যুৎ পরিষেবাতে ব্যাপক গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২৪ ঘন্টা পর শনিবার দুপুর নাগাদ পুনরায় বেশিরভাগ অঞ্চলেই বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে গাছ ভেঙে পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যদিও রাতেই বিদ্যুৎ তার মেরামতিতে হাত লাগিয়েছে দপ্তরের কর্মীরা। মহকুমা এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে ইতিমধ্যেই কর্মীরা মাঠে নেমেছে বলে জানা গেছে।

থিমে নজর কাড়ছে চন্দননগরের নানা জগদ্ধাত্রী পুজো

হুগলি, ১৯ নভেম্বর, (হি.স.): চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী মানে নতুন চমক। তা দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসে দর্শনার্থীরা। রবিবার থেকেই শুরু হয়ে গেল জগদ্ধাত্রী পুজো। রবিবাসরীয় ছুটির দিনে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনার পাশাপাশি ঠাকুর দেখতেও ভিড় জমিয়েছেন অনেকে। নতুন নতুন থিম আলোর জাদু দেখা গেলেও এখানকার প্রতিমা এখনও সেই সাবেকিই।

বোড় পঞ্চাননতলা সর্বজনীনের সুবর্ণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।